Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 60
October-December, 2019

পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামী নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অভিভাবকের করণীয়

Significance of Islamic Moral Teachings in Developing Family Values: Responsibilities of Parents

Md. Jomir Uddin*

ABSTRACT

Allah (SWT) has ordained a good number of moral inunctions for individual, familial and social sphere with the prime objective of ensuring smooth functioning and regulation of human life. Effective compliance of these values can ensure moral development in family and social life as well as prevent moral decadence. Proper inculcation of moral values among all the family members will inevitably warrant the happiness of a family. However, each and every family member requires to possess noble manners and character to have a healthy family. Most importantly, inculcation of moral values since childhood of an individual is indispensable to continue the impact of such qualities throughout the whole life of that person. This article aims to shed light on the significance of Islamic moral teachings to develop family values. Moreover, it also endeavours to prescribe the duties of a family in this regard.

Keywords: morality; values; humanity; righteousness; sense of responsibility.

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তাআলা মানবজীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে কতগুলো নৈতিক বিধি-বিধান দিয়েছেন। বিধানগুলোর যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং অবক্ষয়রোধ সম্ভব। পরিবারের সকল সদস্য নৈতিক দিক দিয়ে ভালো হলেই একটি পরিবার স্থায়ীভাবে সুখী হতে পারে। নৈতিক দিক দিয়ে সুন্দর পরিবার গড়তে হলে দরকার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ভালো আচার-আচরণ ও উত্তম চরিত্রের

* Md. Jomir Uddin is an Officer in Special Duty, Directorate of Secondary & Higher Education, Bangladesh and PhD Researcher in Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi, email: jomirteacher@gmail.com

অধিকারী হওয়া। একজন মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকালে পরিবার হতে যদি নৈতিকতা, ধার্মিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহলে সেই মানুষের আগামী দিনে পথচলা নীতি-নৈতিকতার উপরে হওয়াই স্বাভাবিক। গবেষণাকর্মটি প্রণয়নে বর্ণনা-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মূলত প্রবন্ধটিতে পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামী নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে পরিবারের করণীয় দিকসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ: নৈতিকতা; মূল্যবোধ, মানবিকতা; ন্যায়পরায়ণতা; দায়িত্ববোধ।

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। এ কারণে মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে পরিবারে বসবাস করতে হয়। সমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট হলো পরিবার। পরিবার ক্ষুদ্র ইউনিট হলেও পরিবারের প্রতিটি সদস্যের পারস্পরিক নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। পরিবারকে সুখী, মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত ও নৈতিক গুণাবলিতে বলীয়ান করতে হলে একজন মানুষের প্রতি ইসলাম যে বিধি-বিধান প্রদান করেছে তা বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে করা সম্ভব। যে পরিবারের প্রধানের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শিক কাজ-কর্ম বিদ্যমান থাকে; তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে পারিবারিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটা স্বাভাবিক। যে শিশু তার পিতাকে সত্য কথা বলা, পরোপকার করা, জীবের প্রতি দয়া করতে দেখে সেই শিশু পরিবার হতেই এই সব নৈতিক শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে শেখে। ফলে ছোটকাল থেকেই তার মধ্যে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। নৈতিক শিক্ষার উত্তম স্থান হলো ব্যক্তির পরিবার। এখান থেকে এ শিক্ষা না পেলে বাকি জীবনে কতটা তা শিখতে পারবে সেটা সহজেই অনুমেয়। একজন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকালে পরিবার হতে যদি নৈতিকতা, ধার্মিকতা, মানবিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি বিষয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহলে সেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে পথচলা নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার উপরে হওয়াই স্বাভাবিক। আজ পারিবারিক বন্ধন যেমন ভেঙ্গে যাচ্ছে তেমনিভাবে পরিবার হতে যে নৈতিক শিক্ষা একজন মানুষের পাওয়ার সুযোগ ছিলো, সেই পথটি একেবারেই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ইসলামে পারিবারিকভাবে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালাই হলো পরিবার। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক। সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে বা জাতীয় জীবনে সঠিক ভূমিকা পালনের মৌলিক শিক্ষা লাভ করা হয় পারিবারিক পরিবেশে। ভবিষ্যতে বৃহত্তর পরিবেশে সে যে অবদান রাখবে তার প্রশিক্ষণ ঘটে এই ক্ষুদ্রতর অথচ বহুমাত্রিক পরিবেশে। মানবিকতা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে কোনো কোনো পারিবারের কিছু সদস্যকে বিপথগামিতার পথে পা বাড়াতে দেখা যাচ্ছে; যাদের অধিকাংশই পারিবারিকভাবে নৈতিক শিক্ষা পায়নি; মানবিকতা ও নৈতিক শিক্ষা দানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

> কোনো পিতা তার সন্তানের জন্য উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষাদানের চেয়ে বড় দান করতে পারেনি (Al-Tirmidī 2014, 1958)।

তাই একটি শিশু বা পরিবারের সদস্যকে পারিবারিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা অভিভাবককে পরিবার হতেই ইসলামী নৈতিক শিক্ষাগুলো তাকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে, যা বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পাথেয় অর্জন করতে পারে।

পারিবারিক মূল্যবোধ

মূল্যবোধ (Value) কথাটির আক্ষরিক অর্থ যোগ্যতা বা উৎকর্ষ। নীতিবিজ্ঞানের পরিভাষায়- "মূল্যবোধ (Value) হচ্ছে এমন একটি যোগ্যতা বা উৎকর্ষ, যা আমাদের আচরণের লক্ষ্য ও কাম্য বস্তুকে গঠন করে (Hamid 2001, 15)।" আর সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায়- "মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি আদর্শের মাপকাঠি, যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও আকাঙ্ক্ষার নৈতিক, নান্দনিক এবং যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে (Das 2005, 137)।" মূল্যবোধের পরিচয় সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের আরও কিছু মতামত নিম্নে উদ্ধৃত হলো-

Rodney Stark বলেন, 'Values Identify a group's ideals its ultimate aim and most general standards for assessing good and bad ordesirable and undesirable (Stark, 34).

David Popenoe বলেন, A value is an idea shared by the people in a society about what is good and bad, right and wrong, desirableand undesirable (Popenoe 1986, 57).

Jon. M Shepard বলেন, Values broad cultural principles embodying ideas about what most people in a society consider to bedesirable are not same as norms (Shepard 1981, 65).

David M. Newnan বলেন, A value is a standard of judgment by which people decide on desirable goals and outcomes (Newnan, 36).

স্পেফার মতে, ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক ও কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নামই মূল্যবোধ (Ara 2006, 219)।

এন. আর. উইলিয়াম বলেন,"মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড, যার আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয় (Ara 2006, 219)।" অতএব বলা যায় যে, মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি মাপকাঠি, যার আদর্শে সমাজস্থ মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয় এবং যা মানুষের কাঙ্ক্ষিত আচরণ গঠন করে। মূল্যবোধ মানুষের নীতিবোধ, আদর্শ, জীবনাচরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ।

ইসলামী মূল্যবোধের পরিচয়ে আলী খলীল মুস্তফা বলেন, মানুষ, জীবন এবং বিশ্বজগত সম্পর্কে মৌলিক ইসলামী চিন্তা থেকে উৎসারিত এমন কিছু বিধান ও মানদণ্ড, যা জাগতিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও অবস্থার আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের সামনে গঠিত হয়, যা তাকে তার সম্ভাব্যতা অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বেছে নিতে সক্ষম ও যোগ্য করে তোলে এবং যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহারিক রীতি-নীতি ও ব্যবস্থাপনার মাঝ থেকে রূপ পরিগ্রহ করে (Mostafa ND, 79)।

মূল্যবোধ একটি অলিখিত সামাজিক বিধান। কোন সমাজেই তা লিপিবদ্ধ থাকে না। সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ, অনুমোদিত আচার-ব্যবহার, [ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবীয় অভিজ্ঞতা] ইত্যাদির ভিত্তিতে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। ফলে সমাজভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই মূল্যবোধ সমাজ ভেদে ইতিবাচক ও নেতিবাচক রূপ ধারণ করে। সমাজ জীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ইত্যাদি পর্যায়ে মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক মূল্যবোধ হলো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কর্মের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ ভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি, যা পারিবারিক ও পেশাগত কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে (Das 2005, 137)। আলোচ্য প্রবন্ধে পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে যেসকল নিয়ামক কাজ করে থাকে তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হবে।

নৈতিক শিক্ষা

সমাজে বসবাসকারী সুস্থ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি মান মূল্যায়নকারী বিদ্যাকে 'নীতিবিদ্যা' বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে দার্শনিক নীতিবিদ্যার পঠন পাঠন শুরু হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে (Rogers 1948, 31)। তবে তখন থেকে আজ অবধি এটি মূলত দর্শনের একটি শাখা হিসেবে পঠিত বা চর্চিত হয়ে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চাশ শতাব্দীর দিকে সোফিস্ট বলে পরিচিত একদল পেশাদার শিক্ষক নীতিবিদ্যাকে আলোচনার প্রাথমিক উদ্যোক্তা বলে মনে করা হয় (Rogers 1948, 3)। 'নীতিবিদ্যা' বা 'নৈতিকতা' শব্দটি ইংরেজি 'Ethics' শব্দের বাংলারূপ। 'Ethics' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Ethica' থেকে, এটি আবার 'Ethos' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে চরিত্র (character) (Mackenzie & John S. A. 1993, 01)। চরিত্রকে অভ্যাস ও রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে 'Ethics' বা নীতিবিদ্যার সমর্থক হিসেবে 'Moral Philosophy' কথাটি ব্যবহার করা হয় (Mackenzie & John S. A. 1993, 01)। ইংরেজি 'Moral' শব্দটি আবার ল্যাটিন শব্দ 'Mores' থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে অভ্যাস বা রীতি-নীতি।[১] কেবলমাত্র মানুষই থাকছে না বা মানুষের আচরণই নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বা

১. Morel এবং Ethics শব্দটির মধ্যে পার্থক্য আছে। অনেকের মতে: Ethics is the philosophy of Morals, (Sanyal . B. S. *Ethics and Meta Ethics* , (Delhi: VikasPublications, 1970), P. 1.

বিষয়বস্তু হিসেবে অবস্থান করছে না; বরং আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও জীবজগতের বিষয়াদি এক কথায় সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে (Khalek 2003, 17)। কোনো বিশেষ আচরণের মান নির্ধারণ করা নয়, বরং সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য মানবাচরণের মান বিচারই হলো নীতিবিদ্যা বা নৈতিকতা (Mackenzie, John S. A. 1993, 2)। নীতিজ্ঞান বা নৈতিকতা বলতে ন্যায়-নীতি, মূল্যমান প্রভৃতির এক বিশেষীকৃত ও ব্যাপক রূপকে বোঝায়। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শান্তিপ্রিয়তা, ধর্মবোধ প্রভৃতি সদাচার ও সদগুণের সমাহারে সৃষ্টি হয় নীতিজ্ঞান বা নৈতিকতা। অনুরূপভাবে ধর্মবোধ ও নীতিবোধ পরস্পরের পরিপূরক ও পরিপোষক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। ধর্ম ও নৈতিকতা উভয়েই হলো মানুষের উপলব্ধি ও অন্তরের অনুভবের বিষয় (Mahapatra 1994, 838-39)। নৈতিকতা শব্দটি মানুষের আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রত্যয়। আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব, ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব, ঔচিত্য-অনৌচিত্য প্রভৃতি বিষয়সমূহের নির্দেশক হলো নৈতিকতা। যেমন সত্য বলা, গুরুজনকে মান্য করা, অসহায়কে সাহায্য করা, চুরি, দুর্নীতি থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। এগুলো মানুষের নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ আর যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাই নৈতিক শিক্ষা (Al-Kaisi 2010, 15)। আলোচ্য প্রবন্ধে নৈতিক শিক্ষা বলতে ইসলামে বর্ণিত নৈতিক শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে যা নিম্নে আলোকপাত হলো।

নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত করে। শিক্ষা ও নৈতিকতা একটির সঙ্গে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে। আর নৈতিকতা মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তোলে। এ দুটির সমন্বয় হলে একজন মানুষ সৎ, চরিত্রবান, আল্লাহভীরু, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। যার ফলে বর্তমান সমাজের জন্য নৈতিক শিক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে নৈতিক শিক্ষা বলতে বিশেষভাবে ইসলামী শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে। আর যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরা হয়েছে তাকে ইসলামী শিক্ষা বলে (Al Kaisi 2010, 16)। আজ আমাদের পরিবার ও সমাজে নৈতিক শিক্ষার সঠিক প্রয়োগ না থাকায় অপরাধ প্রবণতা বেড়েই চলছে। অনৈতিকতার প্রভাবে নৈতিকতা প্রায় বিলুপ্ত। পিতা-মাতা পাচ্ছে না তাদের সেবা, সন্তান পাচ্ছে না তাদের ন্যায্য অধিকার, শিক্ষক পাচ্ছে না তাঁর যোগ্য সম্মান, ছাত্র পাচ্ছে না সঠিক শিক্ষা। এভাবে খুঁজতে গেলে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য অন্যায় চোখের সামনে ফুটে উঠবে। যার একটাই কারণ, নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং ইসলামকে নিছক ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা।

ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবনদর্শন ও জীবনবিধান। যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাই নৈতিক শিক্ষা (Al Kaisi 2010, 15)। অর্থাৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় আল কুরআন ও আল

হাদীসের আলোকে যাবতীয় শিক্ষা দেওয়া। আধুনিক বিশ্বে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষাকে মানবজাতির মুক্তির বিধানরূপে পেশ করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক তৈরি করতে হলে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল দিকের শিক্ষা এবং সাহিত্যে ইসলাম, নৈতিকতা মূল্যবোধের প্রাধান্য দিতে হবে। বর্তমানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যে ধরনের ইসলামী দর্শন চর্চা চলে তা দিয়ে কিছুটা নৈতিকতা সৃষ্টি হলেও পূর্ণাঙ্গ নয়।

একজন মুসলমানের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো ইসলামী নৈতিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মূলত ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো- তাওহীদ, রিসালত, আখিরাত। যার মাঝে পরকালের ভয় থাকে তার দ্বারা খারাপ কাজ হতে পারে না। তাই এমনভাবে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা উচিত, যা গ্রহণ করলে একজন ব্যক্তি দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং সেটাই হবে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা।

যদিও পরিবারকে মানবজাতির প্রাথমিক শিক্ষালয় বলা হয়, কিন্তু সেই অবস্থানে এখন আর পরিবারগুলো নেই। উপর্যুক্ত জীবন দর্শনের অভাবে পরিবারগুলো এখন ভোগ-বিলাস, অর্থনৈতিক অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরশ্রীকাতরতার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার প্রতিযোগিতায় জন্ম নিচ্ছে গা শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। ধনবাদী ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠেছে ভারসাম্যহীন সমাজ। দেশে ভয়াবহ ব্যাধির মত দানা বাঁধছে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়। সমাজ বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, এখন থেকে এর লাগাম টেনে ধরতে না পারলে আগামী বছরগুলোতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভয়াবহ রূপ নেবে সামাজিক অবক্ষয়। প্রতিদিন একটু একটু করে অবক্ষয়ের অতল অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে দেশ। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি হয়ে উঠছে। শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি পারিবারিকভাবে শিশুদের নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এখন সময়ের দাবি।

পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামী নৈতিক শিক্ষাসমূহ

পরিবার পৃথিবীর প্রথম ও আদি সংগঠন। পরিবার থেকেই মানুষের প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয়ে থাকে। শিশুদের ছোটবেলা থেকে যা শিক্ষা দেওয়া হয় তাই তারা ধারণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এখন পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার ফলে শিশুরা পরিবারের কাছে থেকে যে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করা সুযোগ ছিলো তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি পারিবারিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হচ্ছে। শিশুদের নৈতিক শিক্ষাদান ও পারিবারিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পারিবারিকভাবে শিশুদের নৈতিক শিক্ষাদানের কোনো বিকল্প নাই। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের বা পিতা-মাতাকে গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেসকল নৈতিক গুণ পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

সততা ও সত্যবাদিতা অবলম্বন

সততা ও সত্যবাদিতা মানবীয় নৈতিক গুণ। সততা আচার-আচরণ ও লেনদেনসহ জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তেমনিভাবে অন্তর ও আমলের সঙ্গেও সম্পৃক্ত (Rahman 2018, 50)। সত্যবাদিতা হলো কোনো বিষয় বাস্তব অনুরূপ হওয়া, মিথ্যার বিপরীত (Ihsan 1961, 348)। সততা ও সত্যবাদিতা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে তোলে। আল্লাহ তাআলা এসব লোকের সততার জন্য ক্ষমা ও জান্নাত উপহার দেবেন। এই গুণ ব্যক্তির সৎ পথে চলার প্রেরণা যোগায়। অপর পক্ষে যে মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যার উপর চলে সমাজে কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। যারা সত্য পথে চলে এবং সত্যের উপর অবিচল থাকে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। পাপিষ্ঠদের পাপ কর্মের কারণে যেমনভাবে পাপ বাড়তে থাকবে, তেমনিভবে সত্যবাদীদের সৎকর্ম একাধারে বাড়তেই থাকবে (Ibn Kathīr 2015, 14/205)। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾

যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদেরকে অধিক হিদায়ত দান করেন; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ (Al-Qurān, 19: 76)।

সত্যবাদী ব্যক্তি শুধু সামাজিকভাবেই সমাদৃত হয় না বরং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে অনাবিল প্রশান্তির স্থান জান্নাত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا.

সত্য মানুষকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করে, আর পুণ্য মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে আল্লাহর দরবারে তাকে সিদ্দিক (পরমসত্যবাদী) হিসেবে লেখা হয় (Al-Bukhārī 2011, 6094)।

সততা ও সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিকতার উচ্চশিখরে পৌঁছাতে সাহায্য করে, মানুষের জীবন ও আমলকে পবিত্র করে। এজন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও (Al-Qurān, 9: 119)

সততা ও সত্যবাদিতা পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক বন্ধন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

أربعٌ إذا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، صِدْقُ الحديثِ، و حِفْظُ الأمانةِ، و حُسْنُ الخُلقِ، وعِفَّةُ مَطْعَمٍ.

তোমার মধ্যে চারটি গুণ থাকলে দুনিয়ার অন্য সব কিছু ছুটে গেলেও তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না : ১. সত্যবাদিতা ২. আমানত সংরক্ষণ, ৩. সচ্চরিত্রতা, ৪. হালাল খাদ্য (Ahmad ND. 6652)।

ব্যক্তি জীবনে সততা ও সত্যবাদিতা মানুষকে পরিবার ও সমাজে সম্মানিত করে। এর ফলে পরিবার ও সমাজে শান্তিময় পরিবেশ বিরাজ করে।

সত্যবাদী সর্বদা উদ্বেগশূন্য থাকে, তার মনের ভেতরে প্রশান্তি বিরাজ করে। আর সততা মানুষকে সাহসী করে তোলে এবং অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করতে শিক্ষা দেয়। পরিবার ও সমাজে সত্যবাদী ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সততা চর্চা শুরু করার উত্তম স্থান হলো পরিবার। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। সততার জন্য দুনিয়াতে যেমন সম্মান ও খ্যাতি রয়েছে তেমনিভাবে আখিরাতেও রয়েছে মহাপুরস্কার। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

এই সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; এটা মহাসফলতা (Al-Qurān, 5: 119)।

উল্লিখিত আয়াত প্রমাণ করে সত্যবাদিতা কিয়ামতের দিন ব্যক্তির নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে। সততা মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে এবং মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر.

তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী। ১. প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহর ভয়, ২. সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট উভয় অবস্থায় সত্য বলা। ৩. ধনী-দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন। (Al-Baihaqī 1410H, 745)।

আর এটা অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস ও কর্মে পূর্ণ সত্যবাদী হওয়া প্রয়োজন। পরিবার হতে সত্যবাদী হতে পারলে ব্যক্তির জন্য জীবনব্যাপী সত্যের উপর চলা অতি সহজ হয়ে যায়। পিতা-মাতার মধ্যে এই মহৎ গুণের চর্চা ব্যক্তি জীবনে থাকলে তার সন্তানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে।

কোমলতা ও মানবিকতা

আমাদের পরিবার ও সমাজে কোমলতা ও মানবিকতার বড়ই অভাব দেখা দিয়েছে। যার কারণে পারিবারিক সুসম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। পরিবার ও সমাজে মানুষ নন্দিত ও সমাদৃত হয় কোমলতা ও মানবিকতার জন্য। কোমলতা মানবজীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। এটা পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করতে সাহায্য করে। উন্নত মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর জন্য কোমলতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ গুণ অর্জনের মধ্য দিয়ে সুন্দর পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। এটা এমন নৈতিক গুণ, যা মানুষকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে দেয়। সমাজে শান্তিপূর্ণ

সহাবস্থান, পারস্পরিক লেন-দেন ও আচরণে কোমলতা ও মানবিকতায় হৃদ্যতা সুদৃঢ় হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সব মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হও (Al-Qurān, 26: 215)।

তিনি আরো বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾

আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর (Al-Qurān, 3: 159)।

রাসূলুল্লাহ স. ছিলেন সর্বগুণের অধিকারী। তিনি বলেন,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ.

কোমলতা যে কোনো জিনিসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। যে জিনিস থেকে কোমলতা কেড়ে নেয়া হয় সেটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় (Muslim 2008, 2594)।

কোমলতা আল্লাহর অন্যতম গুণ। এটা নবী-রাসূলদের বিশেষ গুণ (Al-Qurān: 11: 75)। এ গুণের প্রসারতা ও ব্যাপকতা হবে মানুষসহ সৃষ্টির সকল জীবের প্রতি। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ: يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

নিশ্চয় আল্লাহ হলেন সদয় ও কোমল। তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার জন্য যে প্রতিদান দেন কঠোরতার জন্য তা দেন না। (Abū Daūd 2011, 4807)

কোমলতা আল্লাহও পরিবারের সকল মানুষের নিকট পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে রূঢ়তা ও কঠোরতা কেউই পছন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ স. কঠোরভাষী ছিলেন না, এমনকি তিনি প্রয়োজনেও কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন না। প্রতিশোধ প্রবণতা তাঁর মধ্যে আদৌ ছিলনা। মন্দের প্রতিকার তিনি মন্দ দিয়ে করতেন না; বরং তিনি মন্দের বিপরীতে উত্তম আচরণ করতেন। ব্যক্তি জীবনে সম্মানিত, নন্দিত ও আলোকিত হতে চাইলে কোমলতা ও মানবিকতার বিকল্প নাই। দয়া ও কোমলতা আমাদের পরিবারকে আরো বেশি সুখময় করে তুলতে পারে। কোনো পরিবারের প্রধান তথা পিতা-মাতা যদি কোমল ও মানবিক হয়, তবে সেই পরিবারের অপর সদস্যরা কোমলতা ও মানবিকতার গুণে গুণান্বিত হয়। এর ফলে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। দূর হয় কলহ-বিবাদ।

বদান্যতা-দানশীলতা ও পরার্থপরতা

হাদিয়া-উপহার বিনিময় একে অপরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। দূর হয় শত্রুতা ও বিদ্বেষ। এটা এক ধরনের বদান্যতা। বদান্যতা হলো অভাবগ্রস্তকে অথবা

অভাবগ্রস্ত নয়- এমন ব্যক্তিকে কোনো কিছু দিয়ে সাহায্য করা। (Rahman 2018, 116)। বদান্যতা বা দানশীলতা একটি মহৎ গুণ। বদান্যতা শিক্ষার প্রাথমিক বাতিঘর হলো ব্যক্তির নিজ পরিবার। দান করার মধ্যে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তা ভোগ করার মধ্যে পাওয়া যায় না। আর পরার্থপরতা হলো নিজের স্বার্থের উপর অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। পরার্থপরতা সকল নৈতিক গুণের উৎস। নৈতিক উৎকর্ষ লাভ এবং ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণে পরার্থপরতার ভূমিকা অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবিগণ ছিলেন ত্যাগের উজ্জ্বল নমুনা। সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

তারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয় (Al-Qurān, 59: 9)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতিম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে এবং বলে, 'কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি, তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও নয় (Al-Qurān, 76: 8-9)।

উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ আত্মত্যাগী বা পরার্থপর মানুষের প্রশংসা করে সকল মানুষকে এই মহৎ গুণ অর্জনে উৎসাহিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ স.-এর পরিবার অনেকটা অভাবের মধ্যে দিনাতিপাত করতো। তা সত্ত্বেও তিনি দান করার ক্ষেত্রে ছিলেন সবার থেকে অগ্রজ। রাসূলুল্লাহ স. ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছেন। আয়েশা রা. বলেন,

﴿ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض﴾

মুহাম্মদ স. এর পরিবার মদীনায় আগমনের পর থেকে তাঁর ওফাত (মৃত্যু) পর্যন্ত লাগাতার তিন দিনও পরিতৃপ্তিসহ গমের রুটি খাননি (Al-Bukhārī 2011, 6454)।

আয়েশা রা. আরও বলেন,

﴿ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر﴾

একদিনে দু'বেলা খানা খেলে একবেলা শুধু শুকনো খেজুর খেয়েছেন (Ibid., 6455)।

সমাজের দুঃস্থ-দুঃখী, নিঃস্ব, দরিদ্র, বিপদগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের কল্যাণে দানের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো বড় মানবিকতা। বদান্যতা দ্বারা মানুষের ভালোবাসা লাভ করা যায়। এজন্যে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (Al-Qurān, 3: 92)।

দানশীল ব্যক্তিকে পরিবার ও সমাজের লোকেরা যেমন ভালোবাসে তেমনি আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। ব্যক্তি জীবনে দানশীল মানুষ সুখী হয়। বর্তমানে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একে অপরকে উপহার প্রদানের প্রবণতা অনেকটাই কমে গেছে। যার কারণে একে অপরের প্রতি সৌহার্দ্য ও হৃদ্যতা বহুলাংশে কমে গেছে। পিতামাতার মধ্যে এই মহৎ গুণ থাকলে সন্তানের মধ্যে তা অতি সহজেই এই গুণের সমাহার হয়ে থাকে। এ কারণে কোনো কিছু দান বা সাদকাহ করার সময় ছোট ছেলেমেয়েকে দিয়ে তা করালে এই অভ্যাস তাদের মধ্যে শিশুকাল হতেই শুরু হয়, যা আমাদের পরিবার ও সমাজের মধ্যে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করবে।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

'সবর' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ধৈর্য, দৃঢ়তা, বিরত রাখা ইত্যাদি। বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে, বালা-মুসিবতে অবিচল চিত্তে সব কিছু আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে ধৈর্যধারণ করাকে 'সবর' বলে (Sampadana Porisad 2011, 717)। এছাড়াও 'সবর' বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে– স্বীয় আবেগ সংযত রাখা, রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ না করা, বিপদে ঘাবড়ে না যাওয়া। আর রাগের সময় নিজেকে শান্ত ও সংযত রাখাই সহনশীলতা (হিল্‌ম)। সহনশীলতা ধৈর্যের একটি দিক বিশেষ। মানবজীবনে যতগুলো উত্তম গুণ আছে তার মধ্যে সবর বা ধৈর্য হলো সর্বোত্তম নৈতিক গুণ। মানবজীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এটি এমন নৈতিক গুণ, যার অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। মানবজীবনে বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ইত্যাদি নিত্য সহচর। জীবন চলার পথে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়। এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ না করলে নৈতিক স্খলনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এসব পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সত্যের উপর অটল থাকার প্রধান অবলম্বন ধৈর্য। জীবনে সফলতা ও ব্যর্থতা বহুলাংশে নির্ভর করে সবর বা ধৈর্যের উপরে। আল্লাহ যাদের সঙ্গে থাকেন তারাই সফলকাম হবেন এটাই স্বভাবিক। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। ধৈর্যের মাধ্যমে অনেক অন্যায়, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাই এই মহৎ গুণ অর্জনের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣) ... وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। ... আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অব্যশই পরীক্ষা করবো। তুমি শুভসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে। যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে আমরা তো

আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের রবের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর এরাই সৎপথে পরিচালিত (Al-Qurān, 2: 153-157)।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা মুমিনদেরকে বিপদ, পরীক্ষা ও পাপ থেকে বিরত থেকে ধৈর্যের সঙ্গে সকল কিছু মোকাবেলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে এটাকে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ থেকে মুক্তি ও সফলতা লাভের উপায় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সবর বা ধৈর্য মানুষের জীবনকে পাপ মুক্ত করে দেয়, নতুন উদ্যোমে পথ চলা শেখায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

﴿مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا﴾

মুসলিম যদি কোনো বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হয়, এমনকি তার পায়ে কাঁটা ফুটলেও এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দেন (Al-Bukhārī 2011, 5640)।

পারিবারিক জীবনে সবর বা ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম, যার অনুশীলন ব্যতীত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য আশা করা যায় না। যদিও ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ, তথাপি এটা এমন এক মহৎ গুণ, যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। কর্মজীবনে অনেক সময় নানা বাধা-বিপত্তি, বিপদ ও সমস্যা আসতে পারে। সফলতা অর্জন করতে হলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ধৈর্যের মাধ্যমে সকল বাধা মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে; এটাই ধৈর্যের শিক্ষা। পারিবারিক জীবনে ধৈর্যধারণ না করার কারণে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম দেখা দেয়। ধ্বংস হয় আত্মীয়তার বন্ধন। যদি ধৈর্যের মত মহৎ নৈতিক গুণ পারিবারিকভাবে মেনে চলা যায়, তাহলে আমাদের জীবনে আসবে অনাবিল শান্তি ও সুখ। যদি একজন মানুষ এই নৈতিক গুণ প্রাথমিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে তার পরিবার হতে, তাহলেই বাকি জীবনে এর উপর চলা তার জন্য সহজ হবে।

চোগলখুরি পরিহার করা

পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার জন্য যতগুলো খারাপ উপাদান রয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর সামাজিক ব্যাধি হলো চোগলখুরি। যা আমাদের পারিবারিক সম্পর্কে চিড় ধরাতে প্রধান ভূমিকা রাখে। চোগলখুরি বলতে বোঝায়, খারাপ ও নষ্টামির উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলা; যা প্রকাশ করা ক্ষতিকর ও অপছন্দনীয় তা প্রকাশ করে দেয়া (Rahman 2018, 273)। যার কথা প্রকাশ করা হচ্ছে তিনি বা যার কাছে প্রকাশ করা হচ্ছে তিনি অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে প্রকাশিত বিষয়টি অপছন্দনীয় হবে। সেই প্রকাশিত কথা লেখা বা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে। প্রকাশিত বিষয়টি বর্ণিত ব্যক্তির ত্রুটি হতেও পারে, নাও হতে পারে। এর মূল লক্ষ্য হলো, গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়া, যা অবশ্যই অপছন্দনীয় কাজ। কেউ কারোর কোনো ত্রুটি দেখলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই সংশোধনের উদ্দেশ্যে বলা; নতুবা চুপ থাকা উচিত। হ্যাঁ, যদি তাতে কোনো মানুষের

উপকার হয় কিংবা কোনো গুনাহ প্রতিরোধ করা যায়, কেবলমাত্র তখনই সে বিষয়টি ফাঁস করা যেতে পারে, এর আগে নয়। চোগলখুরি পরিবার ও সমাজে ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। দুপক্ষের মধ্যে আগুন জ্বালানো, শত্রুতা সৃষ্টি এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি এসব কিছু চোগলখুরির কারণে হয়ে থাকে।

একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা এবং তিলকে তাল করে একজনের বিরুদ্ধে অন্যের মনকে বিষায়িত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (١١) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾

এবং অনুসরণ করো না তার - যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়, যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, যে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ়স্বভাব, তা ছাড়া কুখ্যাত। (Al-Qurān, 68: 10-13)।

এই আয়াতে, একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগানো নিন্দা করা হয়েছে; যা সামাজিক অশান্তির কারণ। তিনি আরো বলেন,

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾

দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে (Al-Qurān, 104: 1)।

উদ্ধৃত আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'হুমাজা' অর্থ হলো খোটাদানকারী এবং পরনিন্দাকারী। রবি ইবনে আনাস রা. বলেন যে, সামনে মন্দ বলাকে হুমাঝা এবং অসাক্ষাতে নিন্দা করাকে লুমাঝা বলে। কাতাদাহ রহ. বলেন যে, এর ভাবার্থ হলো মুখের ভাষায় এবং চোখের ইশারায় আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া। মুজাহিদ রহ. বলেন যে, 'এর অর্থ হলো হাত, চোখ,মুখ বা জিহ্বা দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেয়া' (Ibn Kathīr 2015, 18/274)। চোগলখুরি নিকৃষ্ট কবিরা গুনাহ।

আজকাল এ সমস্যা ব্যাপকভাবে পরিবার ও সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। খুব কম লোকই এ রোগ থেকে মুক্ত। চোগলখুরি ভয়ানক অপরাধ; যা একজন মানুষের নৈতিক চরিত্রকে বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

﴿ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال فشراركم المفسدون بين الأحبة المشاءون بالنميمة الباغون البرآء العنت﴾

আমি কি তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে, সে সম্পর্কে বলবো না? সাহাবিগণ বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বলেন, যারা চোগলখুরি করে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে এবং যারা দোষ-ত্রুটি প্রচারে আগ্রহী (তারাই নিকৃষ্ট লোক) (Ahmad 26317)।

চোগলখুরির কারণে স্বামী-স্ত্রীর সংসার নষ্ট হয়ে যায়। এর কারণে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। পরিবার-প্রধানের অন্যতম দায়িত্ব হলো, সে নিজে এ কাজ হতে দূরে

থাকবে এবং অপর সদস্যদেরকে এ হীন কাজ হতে বিরত থাকতে সাহায্য করবে। এছাড়াও সে যদি নিজে এ কাজ না করে তাহলে তার সন্তান বা পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে চোগলখুরির অনুপ্রবেশ ঘটবে না।

সময় ও সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার

আমরা সময়ের মূল্য দিতে চাই না। যে কারণে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত নানান অসঙ্গতিতে ভুগছি। ঠিকমত পরিবারকেও আমরা সময় দিতে চাই না। যার ফলে আমরা পারিবারিকভবে বিভিন্ন সমস্যায় পতিত হচ্ছি। অথচ নানা জায়গায় আমরা অসার কার্যকলাপ করে থাকি। আর মানবজীবনে সময় একটি অমূল্য সম্পদ। মানুষের জীবনকাল ক্ষণিকের সমষ্টিমাত্র। যে সময় একবার অতিবাহিত হয় তা আর ফিরে আসে না। কিন্তু এই মূল্যবান সময়ের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ অমনোযোগী। আল্লাহ তাআলা এ মর্মে বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)﴾

মহকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয় (Al-Qurān, 103:1-3)।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ সময়ের শপথ করে সকল মানুষকে সতর্ক করেছেন, যেন তারা সময়ের সঠিক ব্যবহার করে এবং সৎকর্ম করে। সময়ের সঠিক ব্যবহার না করলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ - الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾

দুর্ভোগ সেইদিন সত্য অস্বীকারকারীদের, যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে (Al-Qurān, 52: 11-12)।

উল্লিখিত আয়াতে অনর্থক সময় নষ্টকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। কেননা, তারা সময়ের কোনো মূল্য দেয় না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

﴿نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ﴾

স্বাস্থ্য ও অবকাশ এ দু'টি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই উদাসীন (Al-Bukhārī 2011, 6412)

আলোচ্য হাদীসে স্বাস্থ্য ও সময়কে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বা অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে যে, এর সঠিক ব্যবহার না করলে মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাই এই মহামূল্যবান সম্পদের ব্যাপারে প্রত্যেককে যত্নবান ও সচেতন থাকা আবশ্যক। বস্তুত সময়ের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। এজন্য সময়ের একটি মুহূর্ত অনর্থক নষ্ট করা কারো উচিত নয়। ইসলাম প্রতিটি মুহূর্ত ভালো কাজে লাগানোর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ স. (জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে) বলেন,

اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك و غناك قبل فقرك و فراغك قبل شغلك و حياتك قبل موتك.

পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গুরুত্ব দাও। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে, কর্মব্যস্ততার পূর্বেই অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে (Al-Ḥākim, 7846)।

প্রতিটি মানুষের উচিত, এই মহামূল্যবান সময় ও স্বাস্থ্যকে অনর্থক বা অন্যায় পথে ব্যয় না করে ভালো কাজ ও মানবতার কল্যাণে ব্যয় করে নিজের আমানত রক্ষা করা এবং মানুষ হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব দেশ ও জাতির কল্যণে ব্যয় করা। সঠিকভাবে সময়কে ব্যবহারের মাধ্যমে একদিকে যেমন ইহকালীন কল্যাণ লাভ করা সম্ভব তেমনি পরকালীন মুক্তির পাথেয় অর্জন করা সহজ হয়।

আত্মসমালোচনা

পার্থিব জীবনে অনেক সময় মানুষ ভুল করে বসে। সে কোনো কোনো সময় পরিবার ও সমাজের মানুষের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে থাকে। এ কারণে একে অপরের সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক থাকে তাতে ফাটল ধরে। এজন্য দরকার আত্মসমালোচনা করা। তাহলে ব্যক্তি তার নিজের দোষ-ত্রুটি ধরতে পরবে। আত্মসমালোচনার আরবি প্রতিশব্দ হলো 'মুহাসাবা' যার আভিধানিক অর্থ হিসাবরক্ষণ, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি। শরিয়াতের পরিভাষায়, স্বীয় যাবতীয় কাজের পর্যালোচনা করার মাধ্যমে অত্যন্ত কঠোরভাবে হিসাব নেয়ার নাম আত্মসমালোচনা। ব্যক্তি নিজেই নিজের দোষ পর্যালোচনা করে, নিজেকে সংশোধনে তৎপর থাকাই আত্মসমালোচনা (onlinemedia 2019)। প্রতিটি কাজে আল্লাহর অধিকার ও বান্দার অধিকারসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং সেগুলো যথাযথভাবে আদায়ের জন্য কর্ম নির্ধারণ করা । যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ হয়, তবে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। আর যদি তা আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ হয় তবে তা থেকে বিরত থাকা বা তাওবা করে ফিরে আসা। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ নিজের ভুল-ত্রুটি জানতে এবং তা শুধরাতে পারে। এটা মানুষের মধ্যে বিবেকবোধ জাগ্রত করে তাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। উপরন্তু, তা তার মধ্যে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে এবং তাকে ভালো কাজের দিকে আকৃষ্ট করে। প্রত্যেক মানুষের ভেতরে আত্মসমালোচনা, আত্মবিচার ও আত্মশুদ্ধি থাকা দরকার নিজেকে নৈতিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের (কিয়ামতদিবসের) জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত (Al-Qurān, 59: 18)।

আত্মসমালোচনার দ্বারা মানুষের হৃদয় ভালো কাজের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে। এটা দ্বীনের উপর দৃঢ়তা অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম, যা মানুষকে আল্লাহর দরবারে মুহসিন (অতি উত্তম) ও মুখলিছ (একনিষ্ঠ) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে। সর্বদা এটা জীবনের লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং মানুষকে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا () اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করবো এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ করো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট (Al-Qurān, 17: 13-14)।

উদ্ধৃত আয়াত প্রমাণ করে, আত্মসমালোচনা পরকালীন কর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিকে আরো বেশি মনোযোগী করে দেয়। আত্মসমালোচনা আমাদের পার্থিব জীবনে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে, পরকালীন জবাবদিহির চিন্তা বৃদ্ধি করে এবং বিবেককে শাণিত করে। করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সাহায্য করে। সর্বোপরি জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার কাজে সর্বদা প্রহরীর মত দায়িত্ব পালন করে এবং পরিবার ও সমাজের কাছে নীতিবান মানুষ হতে সাহায্য করে। পরিবার বা সমাজে যার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হয়েছিল তার সঙ্গে নতুন করে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আত্মসমালোচনা একটি মহৎ নৈতিক গুণ, যার মাধ্যমে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ তৈরিতে সাহায্য করে। বড়দের পাশাপাশি ছোটদেরও আত্মসমালোচনা শিক্ষা দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

লজ্জাস্থান সংরক্ষণ ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ

লজ্জা মানবজাতির ভুষণ। লজ্জার কারণেই মানুষ অন্যায়-অবৈধ কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখে। যে নিজের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে চলতে পারে সেই প্রকৃত মুসলিম। অকিাংশ মানুষ গোনাহ করে থাকে হয় তার জবান দ্বারা অথবা তার লজ্জাস্থান দ্বারা। এ কারণে হাদিসে এই দুটি অঙ্গ হেফাজতের তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান (জবান-মুখ) এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থান (যৌনাঙ্গ) এর জামিন হতে পারবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হবো (Al-Bukhārī 2011, 6474)।

লজ্জাস্থান হেফাজত এবং প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ উন্নত নৈতিক গুণ। এ সবের নিয়ন্ত্রণ চারিত্রিক শুদ্ধতা ও দৃঢ়তার পরিচয়ক। কেননা, লজ্জাস্থান ও প্রবৃত্তি মানুষের নৈতিক

পদস্খলন ঘটিয়ে থাকে। অধিকাংশ মানুষ এ সবের শিকার হয়ে মন্দ কাজ করে থাকে। প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যিনা-ব্যভিচার, সমকাম ও অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়; আল্লাহ তাআলা এসব নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে নির্দেশ জারি করে বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

মুমিনদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে ব্যাপারে সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ (অলঙ্কার বা আকর্ষক পোশাক) প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না বা চাদর জাতীয় পরিচ্ছদ) দ্বারা আবৃত করে; তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, বোনের পুত্র, আপন নারীরা, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না ফেলে। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো (Al-Qurān, 24: 30-31)।

উদ্ধৃত আয়াতে কারিমায় মুমিন নর-নারীদেরকে লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে এবং অবৈধভাবে যৌন চাহিদা পুরণে নিষেধ করা হয়েছে। এর সঙ্গে তাদের শালীন পোশাক পরার জন্য তাকিদ দেওয়া হয়েছে। হাদীসেও এসব নিষিদ্ধ বিষয়ের অনিষ্টতা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। কুপ্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে কুচিন্তা, কুকামনা, আত্মপূজা ও কুকর্মের প্ররোচনা দেয়। হাদীসেও লজ্জাস্থান হেফাজতের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। লজ্জাস্থান হেফাজত মুমিনদের একটি অন্যতম নৈতিক বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে কোনো মুমিন অসতর্ক থাকতে পারে না। কেননা, নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তার উপর তাকওয়ার দৃঢ়তা অনেকখানি নির্ভরশীল। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ .... وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকে; ...যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে (Al-Qurān, 23:1-3, 5)।

পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে সেই সমাজে অবাধ যৌনতা, সমকামিতা এবং যিনা-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা-নিষেধ নাই; যার ফলে তাদের সমাজ ব্যবস্থায় নানা অশান্তি বিরাজ করছে। অবৈধভাবে যৌনতা উপভোগ করার কারণে মারাত্মক ঘাতক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। ইসলাম যে বিয়ের বিধান দিয়েছে তা ব্যক্তি জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারে অশান্তির কারণ হলো, পরকীয়া বা লজ্জাহীনতার মত অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠা। এ ঘাতক সামাজিক ব্যাধি থেকে পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করতে চাইলে ছোটবেলা থেকেই শিশুদেরকে ইসলামী পর্দা তথা ইসলামী অনুশাসনের অনুশীলনের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে পিতামাতা তাদের সন্তানদের ছোটকাল হতে এই নৈতিক গুণের চর্চা পরিবার হতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

হালাল পন্থায় উপার্জন, খাদ্য ভক্ষণ ও হারাম খাদ্য বর্জন

আমাদের পরিবার ও সমাজে নামাজ, রোযা, হজ্জ ও যাকাত নিয়ে মানুষ যতটা সচেতন, হালাল খাদ্য বা হালাল উপার্জন নিয়ে মানুষ ততটা অসচেতন বলে মনে হয়। এর কারণ হলো- ঐগুলোকে সাধারণ মানুষ ইবাদত মনে করে আর তাদের বাকি কাজগুলোকে নিছক কর্ম মনে করে। ফলে হালাল উপার্জন ও খাদ্যের ব্যাপারে মানুষ উদাসীন। হালালের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, হালাল বা বৈধ বলা হয় মুবাহ, নিষিদ্ধ নয় এমন শরিয়াত প্রবর্তক যা করার অনুমতি দিয়েছেন কিংবা যা করতে নিষেধ করেনি। অপর পক্ষে শরিয়াত প্রবর্তক যা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যা করলে পরকালে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে; আবার অনেক সময় দুনিয়াতেও দণ্ড ভোগ করতে হয় তাই হারাম (Al-Karjāvī 2013, 25)। ইসলাম সম্পদ উপার্জনে বৈধতা দিয়েছে। তবে তা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে, হালাল উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর ইবাদত করা যেমন মানুষের কর্তব্য, তেমনি হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনও মানুষের একটি নৈতিক দায়িত্ব। নৈতিক উৎকর্ষ লাভে হালাল খাবারের বিকল্প নেই। কেননা, হারাম খাবার দেহমনের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে, আর হালাল খাবার ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। এজন্য ইসলাম হালাল উপার্জনের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্রখাদ্য বস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (Al-Qurān, 2: 168)।

তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

হে মুমিনগণ! আহার করো আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযিক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহর জন্য শোকর করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর" (Al-Qurān, 2:172)।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে হালাল তথা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ইঙ্গিত করেছেন ইবাদত কবুল হওয়া পূর্বশর্ত হিসেবে। এর রহস্য হলো হালাল জীবিকা ও খাদ্য মানুষের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এর ফলে মানুষের অন্যায়, অসচ্চরিত্রতা ও পাপ কাজের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয় এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর ইবাদতের প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে এবং দু'আ কবুল হয়। পক্ষান্তরে, হারাম খাদ্য খেলে মন্দ অভ্যাস, নৈতিক দুর্বলতা ও চরিত্রহীনতার সৃষ্টি হয়। ইবাদতের আগ্রহ কমে আসে এবং হারাম খাদ্য গ্রহণকারীর দু'আ কবুল হয় না। ইসলাম ফরয ইবাদতের পর হালাল জীবিকা অন্বেষণের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা, হালালভাবে জীবিকা অন্বেষণ করাও একটি ফরয ইবাদত। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (Al-Qurān, 62:10)।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আর ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হালাল উপার্জন। হালাল উপার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) " . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

হে মানবজাতি! আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু কবুল করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যা দিয়েছেন রাসূলদের: তিনি বলেছেন, 'হে আমার রাসূলগণ! পবিত্র জিনিস খাও এবং ভালো কাজ করো।' তিনি আরো বলেন, হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যেসবপবিত্র জিনিস দিয়েছি তা থেকে খাও।' তারপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, যে দীর্ঘ পথ সফর করে আলুথালু ধূলিময় হয়ে পড়ে আর আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে হে রব! হে রব! বলে দোয়া করে, অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম দ্বারাই সে প্রতিপালিত হয়েছে; সুতরাং এমন ব্যক্তির দোয়া কীভাবে কবুল হতে পারে? (Muslim 2008, 1015)।

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ.

হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দর পন্থায় রিযিক সন্ধান করো। কেননা, কোনো মানুষই তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রিযিক গ্রহণ সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত মরবে না, তাতে সে যতই ধীরতা অবলম্বন করুক না কেন। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো এবং রিযিক সন্ধানে সুন্দর উপায় অবলম্বন করো। যা হালাল তা গ্রহণ কর এবং যা হারাম তা পরিহার করো (Ibn Mājah 2006 2144)।

আল্লাহ তাআলা মানুষের দেহ ও আত্মার কল্যাণ বিবেচনা করে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এসব খাদ্য ও পানীয় মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং তা মানুষের আত্মিক চরিত্রের উপর কোনো ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলে না। প্রত্যেক মুসলিম কেবল খাদ্যের আপাত বা সাময়িক উদ্দেশ্যই নয় বরং মৌলিক উদ্দেশ্য তথা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতিও দৃষ্টি রাখবে। কেননা, হারাম জিনিস স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর (Al-Karjāvī 2013, 43)। পরিবারের সকল সদস্যকে নৈতিক শক্তিতে বলিয়ান করতে হালাল খাদ্যের বিকল্প নাই। পরিবারের প্রধান যদি হালাল উপার্জন করে এবং হারামকে বর্জন করে, তাহলে তার অধীনস্তদের মধ্যে এর প্রভাব বিস্তার করে। তার নিজের সন্তানদের মধ্যে এই মহৎ নৈতিক গুণ অন্তকরণে প্রবেশ করে। ফলে পরিবার হতেই সে হালাল উপার্জন ও হারাম খাদ্য বর্জন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে শিখে।

রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা

নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমরা অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকি। রাষ্ট্র একজন নাগরিকের সকল চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা একটি উন্নত নৈতিক গুণ। প্রচলিত আইন মেনে চললে রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। ফলে সমস্ত দেশের মানুষের মধ্যে আইন মানার প্রবণতা বেড়ে যায়। দেশের প্রচলিত আইন অমান্য করলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। এটা দেশদ্রোহিতার শামিল। ইসলাম কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করেছে, যে কোনোভাবেই দেশের প্রচলিত আইন অমান্য করা যাবে না। যারা দেশের আইন ভঙ্গ করবে বা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া বড় অপরাধ। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

যেসব পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন এবং আখেরাতের জন্যও জমা রাখেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো (রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করা এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা (Abū Daūd, 5/208)।

কোনো আইন যদি ইসলামের বিরুদ্ধেও যায়, তাহলেও দেশের আইন অমান্য করে কোনো ধরনের বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না। কোনো আইন কোনো ধর্মের বা কোনো গোষ্ঠীর বিপক্ষে গেলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তা সমাধানের চেষ্টা করতে

হবে। এমনকি কোনো শাসকের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করা মহাপাপ। মানুষ প্রথমে নিয়ম-কানুন শিখে থাকে তার পরিবার হতে। পরিবারে যদি নিয়ম মানার প্রবণতা থাকে তাহলে বড় হয়ে রাষ্ট্রের আইন মানার ব্যাপারেও সে সচেতন হয়ে ওঠে। সমগ্র জীবনটাই হলো নিয়ম শৃঙ্খলার সমষ্টি। এ কারণে ছোটবেলা থেকে শিশুদের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি যত্নবান হতে শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব।

মধ্যপন্থা ও প্রশান্তচিত্ততা অবলম্বন

ইসলামে নেই কোনো বাড়াবাড়ি, নেই কোনো জোরাজুরি। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য জীবনবিধান হলো ইসলাম। ইসলাম একটি মধ্যপন্থী ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা অন্য ধর্মে নেই। এতে নেই কোনো অতি বাড়াবাড়ি এবং অতি উদাসীনতা, কঠোরতা এবং অতি নমনীয়তা কোনোটাই ইসলাম পছন্দ করে না। এই দুইয়ের মাঝে অবস্থান করার জন্য ইসলাম তাকিদ দিয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সকল কাজে উগ্রতা ও উদাসীনতা পরিহার করে উভয়ের মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বনই হচ্ছে মধ্যপন্থা (Rahman 2018, 163)। মধ্যপন্থা ও স্থিরচিত্ততা মানবজীবনে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষাকারী একটি উত্তম নৈতিক গুণ। চরমপন্থা ও উদাসীনতা কোনোটি মানবজীবনের জন্য কল্যাণকর নয়। এ দু'টিই মানবজীবনে অকল্যাণ বয়ে আনে। তাই ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজকে সুন্দর করার জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় জীবনের সকল কর্ম ও আচরণে মধ্যপন্থাই গ্রহণযোগ্য পন্থা। ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মধ্যপন্থা, মিতাচার, সংযমশীলতা, সরলতা ও সহজীকরণ (Rahman 2018, 163)। এটা মানবজীবনে শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণতা, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব বয়ে আনে, মানুষের মাঝে উঁচু মানের ও সুস্থ নৈতিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

সমাজের কিছু মানুষের চালচলনের মধ্যে অনেক সময় অহংকার, হিংসা আত্মম্ভরিতা এবং গর্ব প্রকাশ পায়। ইসলাম সকল কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

তুমি সংযতভাবে হাঁটো এবং স্বর নীচু রাখো। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর (Al-Qurān, 31: 19)।

উদ্ধৃত আয়াতে কারিমা দ্বারা প্রমাণিত যে, চলাফেরা, কথাবার্তা, আচার-আচরণে ও কাজকর্মে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা সকল মুমিনের জন্য আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ স. যথার্থই বলেছেন,

إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ، وَالِاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

সৎপথ, উত্তম চাল-চলন এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ (Abū Daūd 2011, 4776)।

পরিবারের সদস্যদের জন্য কিভাবে সম্পদ ব্যয় করতে হবে- এই বিষয়ে ইসলাম একটি নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, এক্ষেত্রে অপচয়ও করা যাবে না এবং কোনো প্রকারের কৃপণতাও করা যাবে না। এই দুইয়ের মাঝামাঝি মধ্যমপন্থা অনুসরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾

তুমি তোমার হাত গলায় আবদ্ধ করে রেখো না (ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না) এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না (একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না)। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে (Al-Qurān, 17: 29)।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না; বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে (Al-Qurān, 25:67)।

ব্যক্তি,পরিবার ও সমাজ জীবনে ভারসাম্য, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মধ্যপন্থার গুরুত্ব অপরিসীম। মধ্যপন্থা জ্ঞানী ও মুমিনদের মৌলিক নীতি। এটা ব্যক্তির জীবনে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য বিধান করে। এ কারণে মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করে, কোনো উস্কানিতে উগ্র না হয়ে, বিপদে-আনন্দে সীমালঙ্ঘন না করে এবং ইসলামের মূলনীতিকে ঠিক রেখে পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ বিধি অনুসরণ করে চলাই মুমিনের কাজ। তাই এই গুণ ধারণ করার জন্য ইসলামে একটি মধ্যপন্থী, সুসমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান দেয়া হয়েছে। এই গুণটি মানবজীবনে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা অনুশীলনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রশান্ত চিত্ত মুমিনের অন্যতম নৈতিক গুণ। এর দ্বারা ব্যক্তি জীবনে একজন মুমিন আল্লাহর পক্ষ থেকে যতটুকু রিযিক প্রাপ্ত হন তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ত্বরাপ্রবণ হয়। মানুষ তার স্বভাবগত কারণেই তাড়াহুড়া করে কাজ করে এবং সফল না হলে অস্থির হয়ে ওঠে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾

আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে, যেভাবে কল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরাপ্রিয় (Al-Qurān, 17: 11)।

ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে এই নৈতিক গুণ অনুশীলনের মাধ্যমে আদর্শিক জীবন যাপন করা সম্ভব।

পারিবারিক জীবনে চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রেও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা হলে সাংসারিক জীবনে মানুষ সুখী হয়। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। পরিবারের প্রধানের মধ্যে এই নৈতিক গুণের চর্চা থাকলে অন্যান্য সদস্যের মধ্যে এই গুণ প্রভাব বিস্তার করে।

জবানের সংযম, মৌনতা ও উত্তম ভাষা

পারিবারিক সংকট তৈরি হয়ে থাকে মানুষের জবানের অসাবধানতা ও উত্তম ভাষা ব্যবহার না করার কারণে। উত্তম ভাষার কারণে একজন শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়। তাই প্রত্যেকের সঙ্গে উত্তম ভাষায় কথা বলা উচিত অথবা চুপ থাকা উচিত। জ্ঞানী মানুষ সদা কম কথা বলে। যারা কম কথা বলে তাদের ভুল-ত্রুটিও কম হয়ে থাকে। পরিবার ও সমাজের বুকে জবানই মানুষকে সম্মানিত করে আর মৌনতা মানুষকে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের কাতারে শামিল করে। মানুষ তার জবান দ্বারা যত পাপ করে, অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এতো পাপ করে না। মানুষ তার জবান দ্বারা কুকথা, পরনিন্দ, পরচর্চা ও গীবত করে থাকে। এ অন্যায়গুলো শুধু নৈতিক মূল্যবোধে অবক্ষয় সৃষ্টি করে না; বরং মানুষকে বিভিন্ন পাপে লিপ্ত করে। জবান সংযত করা মুমিনের জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ। জবানের ক্ষতি খুব মারাত্মক আর তা থেকে নাজাতের উপায় হলো সর্বদা উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা। সত্যবাদিতা, উত্তম কথা ও নম্রভাষা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, মাগফিরাত ও জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। হাদিসে মৌনতাকে প্রজ্ঞা বলা হয়েছে। মানুষ কথা-বার্তায় অনেকটা অসাবধান হয়ে থাকে। অধিকাংশ মানুষই এ বিষয়ে অসতর্ক। তারা তাদের কথা-বার্তাকে কর্মের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না এবং তাতে লিপ্ত হয়। এ মর্মে সতর্ক করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾

তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের বিরুদ্ধে। জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছো কেন? তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলবে, আল্লাহ, যিনি আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন (Al-Qurān, 41:20-21)।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

মানুষের জিহ্বার আবর্জনা তথা অনর্থক কথা-ই তাদের অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে (Al-Tirmidhī 2014, 2617)।

সমস্ত অসার কথাবার্তা মানুষকে আল্লাহর কছে অপ্রিয় করে দেয়। সে যে কথাই বলুক না কেনো তা আল্লাহর দরবারে সংরক্ষণ করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ () مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

স্মরণ রেখো, দুইজন গ্রহণকারী ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিখে রাখে; মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটই রয়েছে (Al-Qurān, 50: 17-18)।

তাই মানুষের উচিত হলো এই যে, হয় সে ভালো কথা বলবে নতুবা চুপ থাকবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা চুপ থাকে (Al-Bukhārī 2010, 6135)।

আমাদের পরিবার ও সমাজে এমন লোক দেখা যায়, যারা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে অনেক সতর্ক থাকে অথচ নিজেরা এমন বিষয়ে কিছু মন্তব্য করে যা তারা আমলেই নেয় না এবং কোনো প্রকারের সতর্কতা অবলম্বন করে না; কিন্তু বিষয়টা আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ.

মানুষ কথা বলতে গিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে যে সে ধারণা করতে পারে না তা কোথায় পৌঁছাবে, যার ফলে আল্লাহ তার জন্য কিয়ামতের সাক্ষাৎ দিবসে আপন সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে রাখেন। আর মানুষ কথা বলতে গিয়ে আল্লাহর অসন্তোষমূলক এমন কথা বলে যে, সে ধারণাও করতে পারে না তার পরিণাম কী হবে, যার ফলে আল্লাহ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার প্রতি অসন্তুষ্টি লিখে রাখেন (Al-Tirmidhī 2014, 2322)।

যে কথা সুন্দর, যে কথায় হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার লেশমাত্র নেই, যে ভাষা মানবতার কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত করে তাই উত্তম ভাষা। কথা বলা বা তর্ক করাই হোক তা করতে হবে উত্তম পন্থায়। এতে করে যেনো কারও ক্ষতি না হয়, মানসিকভাবে কেউ যেন আঘাত না পায়, কাউকে খাটো করা না হয় বা তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রকাশ না পায়। আল্লাহ তাআলা যখন মুসা (আ.) এবং তাঁর ভাই হারূন (আ.) কে ফিরআউনের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁদেরকে বলেন,

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾

তোমরা তার সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে (Al-Qurān, 20: 44)

পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে সংযমী হয়ে কথা বলা ও উত্তম ভাষা ব্যবহারের বিকল্প নেই। এই নৈতিক গুণ ছোটরা অর্জন করবে বড়দের কাছ থেকে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান যখন অন্যদের সঙ্গে কথা বলবে তখন অবশ্যই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তমতা অবলম্বন করবেন। তাহলেই শিশুরা এটা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারবে।

সালামের প্রচলন করা

পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে প্রত্যেক জাতির মাঝে অভিবাদনের রীতি প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তবে এই রীতি-পদ্ধতির মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। ইসলামে সালাম

রীতি একই রকম, যা আদি পিতা আদম (আ.) থেকে চলে আসছে। মানুষের মধ্যে সালাম-এর প্রচলন হলে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। অন্যকে সম্মান করা একটি নৈতিক গুণ। আর সালামের মাধ্যমে অপর মুসলিম ভাইকে শুভ কামনা ও সম্মান করা হয়। সালামের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾

যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন নিজেদের লোকদেরকে সালাম করবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে বরকতময় ও পবিত্র অভিবাদন (Al-Qurān, 24: 61)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ করো এবং ঘরের বাসিন্দাকে সালাম করো। ওটা তোমাদের জন্য উত্তম; যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো (Al-Qurān, 24: 27)।

অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে, আরোহী পথচারীকে সালাম করবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে, পথচারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে (Muslim 2008, 2160)।

সালাম প্রচলনের মাধ্যমে একদিকে যেমন নেকি লাভ করা যায়, অনুরূপভাবে পরিবার ও সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হয়। সালাম প্রচলন করার ক্ষেত্রে হাদিসে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আম্মার রা. বলেন,

ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيْمَانَ الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ.

তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে, সে (পূর্ণ) ইমান লাভ করে ১. নিজ থেকে ইনসাফ করা ২. (পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে) সকল মানুষের উদ্দেশ্যে সালামের প্রচলন করা ৩. অভাবী অবস্থাতেও দান-খয়রাত করা (Al-Bukhārī 2010, 2/20)।

পরিবার ও সমাজের মধ্যে সালামের প্রচার ও প্রসার ঘটালে পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্প্রীতি হৃদ্যতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়, যা আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

পরিমিতিবোধ

যে ব্যক্তি অল্পতে সুখী থাকে সে কোনো দিন কষ্ট পায় না। চাওয়া-পাওয়া সীমিত থাকলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মানুষ সুখী হয়। নৈতিক গুণে গুণান্বিত মানুষ

পার্থিব বিষয়ে নিজের ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে তুষ্ট থাকে। পরিমিতিবোধ হলো অল্পতে তুষ্ট থাকা। কুরআনে অল্পেতুষ্ট লোকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা অভাবী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাছে হাত পাতে না। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾

যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও (Al-Qurān, 22: 36)।

এ আয়াতের 'আল কানি'আ' শব্দের অর্থ অল্পেতুষ্ট ও অর্থ-সম্পদের প্রতি নির্লিপ্ত, যারা অভাব সত্ত্বেও মানুষের নিকট সাহায্য চায় না। ইসলাম দুনিয়াকে বাদ দিয়ে শুধু আখিরাতের বিষয়ে মগ্ন থাকতে বলেনি। আল্লাহ যেমন আখিরাতের কল্যাণ কামনা করতে বলেছেন, তেমনি দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করতেও বলেছেন। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন,

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন আর আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন (Al-Qurān, 2: 201)।

উল্লেখ্য যে, ইসলামে দুনিয়াবিমুখতা ও কৃচ্ছ্রতা সাধনে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটা আর দারিদ্র্য এক নয়। মূলত দুনিয়ার পূজা ও তার প্রতি অনুরক্ত হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আর কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে বিলাসী জীবন বর্জন ও অপচয় রোধে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইসলামের প্রতিটি বিধান মানুষকে এই নৈতিক আদর্শ অর্জনের মনজিলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় (Alam 2017, 199)। পরিমিতিবোধ উন্নত নৈতিক গুণ, যা মানুষকে পার্থিব লোভ-লালসা ভোগ-বিলাস ইত্যাদি অবৈধ-অপকর্ম থেকে মুক্ত রাখে। পবিত্র জীবনের অনুষঙ্গ হচ্ছে অল্পে তুষ্টি বা পরিমিতিবোধ। এটা মানুষকে সৎপথে চলতে সহায়তা করে; পার্থিব জীবনের ধোঁকা এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। এই গুণ অর্জনের শিক্ষা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

এমন কত জীবজন্তু রয়েছে, যারা নিজদের খাদ্য নিজেরা সঞ্চিত রাখে না, আল্লাহই তাদেরকে রিযিক দেন এবং তোমাদেরও। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী (Al-Qurān, 29: 60)।

হাদিসেও পরিমিতিবোধকে নৈতিক উন্নতির বিশেষ মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.

তোমরা হারামসমূহ হতে বেঁচে থাক, তাহলে সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী বলে গণ্য হবে; আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দিয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থাকো, তবে তুমি হবে

মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অমুখাপেক্ষী বা ধনবান বলে গণ্য হবে। তোমরা প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করবে, তবেই তুমি (প্রকৃত) মুমিন গণ্য হবে; মানুষের জন্য তা পছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করো, তবেই তুমি হতে পারবে (প্রকৃত) মুসলিম ; অধিক হাসাহাসি করবে না, কেননা হাসির আধিক্য হৃদয়কে মৃত করে দেয় (Al- Tirmidhī 2014, 2308)।

বিলাসিতা বর্জন করে অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছে তাতে তুষ্ট থাকা ঈমানের অন্যতম দিক। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ.

অনাড়ম্বর বা সাদাসিধে জীবন যাপন ঈমানের অংশ (Abū Daūd 2011, 4161)।

অল্পেতুষ্টি মানুষ কখনো দুঃখ-কষ্টে ভোগে না। তারা সব সময় চাওয়া-পাওয়ার দিক থেকে সীমিত থাকে। পরিবারের সকল সদস্যের মাঝে পরিমিতিবোধ জাগ্রত করতে পরিবারের প্রধানের এই গুণ অনুশীলন করা একান্ত দরকার। তাহলেই পারিবারিক মূল্যবোধ বিকশিত হবে।

সাহসিকতা ও নৈতিক দৃঢ়তা অবলম্বন

ভীরু মানুষ কখনো সফল হতে পারে না এবং তারা কোনো সময় বিজয়ী হতে পারে না। সাহসিকতা মানুষকে বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌছে দেয়। সাহসিকতা হলো বিপদ-আপদে বিচলিত না হয়ে দৃঢ়চিত্ত থাকা। বীরত্ব ও সাহসিকতা একটি প্রশংসনীয় নৈতিক গুণ। সৎ সাহস মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকতে সাহায্য করে। যাদের নৈতিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতা ঘাটতি রয়েছে তারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সত্য ও ন্যায় থেকে ছিটকে পড়ে। তাছাড়া কর্তব্য সম্পাদন করার পথে মানুষকে নানা বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট মোকাবেলার জন্য সাহসিকতার একান্ত প্রয়োজন। এই গুণ ছাড়া সত্য-ন্যায় প্রচার-প্রতিষ্ঠা এবং সফল নেতৃত্ব ও সুশৃঙ্খল পরিবার ও সমাজ পরিচালনা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা এই উন্নত নৈতিক গুণ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেন

﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾

সুতরাং তুমি আহ্বান করো এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছো। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না (Al-Qurān, 42:15)।

উদ্ধৃত আয়াত প্রমাণ করে সাহসিকতা একজন মানুষকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে। তিনি আরো বলেন,

﴿أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾

তোমাদের ইলাহ্ কেবল এক ইলাহ্। অতএব, তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অটল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো (Al-Qurān, 41: 6)।

সত্যের প্রতি অটল-অবিচলতা, সৎ সাহস ও নৈতিক দৃঢ়তা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। মানুষের জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতি আসতে পারে; বিচলিত না হয়ে সাহসিকতার

সঙ্গে মোকাবেলা করা প্রকৃত বীরের কাজ। আল্লাহ ছাড়া কোনো অপশক্তির কাছে কখনও মাথা নত করা যাবে না। এই গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রশংসায় আল্লাহ বলেন,

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾

তারা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কাউকে ভয় করে না, আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট (Al-Qurān, 33: 39)।

সৎ সাহস, বীরত্ব ও নৈতিক দৃঢ়তায় পার্থিব ও পরকালীন বিবিধ কল্যাণ রয়েছে। পার্থিব জীবনে এটা মানুষের জীবনে অস্থিরতা ও উদ্বেগ দূর করে এবং নানা কল্যাণ বয়ে আনে। এই গুণ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে অন্যায়-অবৈধ কাজ দূর করতে সাহায্য করে। সাহসিকতা ও নৈতিক দৃঢ়তা আমাদের পারিবারিক জীবনকে আরো বেশি সুন্দর করে তোলে। এই গুণ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। এ কারণে পরিবারের প্রধানকে হতে হবে দৃঢ়চিত্ত ও অসীম সাহসী।

ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা

ব্যক্তিত্ব হলো মানুষের কতগুলে আচরণের বহিঃপ্রকাশ। একএক জন মানুষের অভিব্যক্তি একএক রকম। ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ মানুষকে পরিবার ও সমাজের বুকে অতি সম্মানের আসনে বসায়। এই গুণের দ্বারা ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। আত্মমর্যাদাবোধ ও ভাবগাম্ভীর্য প্রায় একই বিষয়। নিজের সম্মান, ইজ্জত ও মর্যাদা নিজে রক্ষা করে চলার নামই আত্মমর্যাদাবোধ। অহংকার, আত্মতুষ্টি এবং আত্মমর্যাদাবোধ এক বিষয় নয়। আত্মমর্যাদাবোধ হলো জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের সমষ্টি। আর ভাবগাম্ভীর্য স্বীয় চিত্তকে স্থির রাখা এবং কোনো ধরনের অস্থিরতা প্রদর্শন না করা। এটা অর্জন করতে হলে উন্নত নৈতিকতাবোধে উজ্জীবিত একজন মানুষকে চোখ-কান-বুদ্ধি-দক্ষতা খোলা রেখে তার কথাবার্তা আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছু সামলে চলতে হয়। তাকে খেয়াল রাখতে হয় এই আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে যেনো কোনো অবস্থাতেই হীনমন্যতাবোধ বা অহঙ্কারের বিষবাষ্পে সে আচ্ছাদিত না হয়। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) .. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)... وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾

রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'। যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দণ্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে। ... আর তারা যখন ব্যয় করে তখন

অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। আর যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য মাবুদকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ তাআলা যার হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ...আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়। আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মত পড়ে থাকে না (Al-Qurān,25: 63-64, 67-68, 72-73)।

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে আত্মমর্যাদাশীল মুমিনের নৈতিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের দিকসমূহ ফুটে উঠেছে। এসব নৈতিক গুণ অর্জনের মাধ্যমেই যে কোনো ব্যক্তি আত্মমর্যাদাবান হতে পারে। বস্তুত এই প্রশংসনীয় নৈতিক গুণ মানুষের আচরণ মার্জিত করে, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাধুর্যকে শাণিত করে, ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং মানুষকে অন্যায়, অশ্লীলতা, মন্দ ও হীন কাজ থেকে বিরত রাখে। অভাব ও জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে এই গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা ধৈর্যশীল ও তাকদিরে আস্থাশীল থাকে। পরিবারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের কাছে নিজের দুরবস্থা বর্ণনা করে সাহায্যের জন্য হাত পাতে না। বরং তারা পরিশ্রমের মাধ্যমে যা উপার্জন করে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সামান্য স্বার্থের কাছে নিজের বিবেককে বিসর্জন দেয় না। সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের কাছে কোনো প্রকার তোষামোদ করে ছোট হতে চায় না। এই নৈতিক গুণ ব্যক্তিকে আদর্শবান করে গড়ে তোলে। এই নৈতিক গুণ পারিবারিক মূল্যবোধ ও সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে সাহায্য করে।

বিনয়-নম্রতা

বিনয় মানবজীবনের এক মহান নৈতিক গুণ। বিনয়ের মাধ্যমে মানুষ পারিবারিক সামাজিক এবং জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ হতে পারে। বিনয় অর্থ হলো আল্লাহর অন্য বান্দার তুলনায় নিজেকে ছোট জ্ঞান মনে করা এবং অন্যদেরকে বড় মনে করা (Sampadona Porisad 2012, 724)। বিনয় মূলত অক্ষমতা ও অপরাগজনিত সেই মানসিক অবস্থা, যা মহান আল্লাহর মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্ট। মানবজীবনের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য বিনয়ী ও নম্র হওয়া আবশ্যক। কারণ, বিনয়ের সঙ্গে যে আবেদন করা হয় তা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে গৃহীত হয় (Rahman 2018, 100)। আল্লাহ তাআলা বিনয়ীদের পরিচয় সম্পর্কে বলেন,

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ - الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে (Al-Qurān, 22: 34-35)।

বিনয়-নম্রতার স্থল হচ্ছে অন্তর। বাহ্যিকভাবে মাথা নত করে ধীরে চলার নাম বিনয় নয়। বিনয় প্রকাশ পায় ব্যক্তির আচার-আচরণ, কথা, চলাফেরা, ভাব প্রকাশ, মানসিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে। পরিবারের প্রধান বিনয়ী হলে তার এই মহৎ গুণের প্রভাব পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর পরে। ফলে বাকি সদস্যরা বিনয়ী হতে শিখে। তিনি বটবৃক্ষের মত অন্যদের ছায়া দান করে থাকেন। তিনি সকল সান্ত্বনার উৎস হন এবং তার মাধ্যমে অন্যকে স্বীয় আদর্শে আকৃষ্ট করে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। বিনয় ও নম্রতা ব্যক্তির মধ্যে প্রশান্ত চিত্ত, সুবিবেচনা ও অন্যের প্রতি সম্মানবোধ সৃষ্টি করে। চঞ্চলতা, অস্থিরচিত্ততা ও অবিবেচকসুলভ আচরণ দূর করে এবং মানুষকে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে সহায়তাকরে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না (Al-Qurān,31: 18)।

বিনয়ী ব্যক্তিরা সমাজে সবার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। পরকালীন জীবনে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

পরকালের ঐ গৃহ আমি তৈরী করেছি ঐসব লোকের জন্য, যারা এ দুনিয়াতে উদ্ধত হয় না ও বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করে না (Al-Qurān,28: 83)।

বিনয়ী ব্যক্তির মর্যাদা আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধি করে দেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ.

সাদাকা করলে সম্পদ হ্রাস হয় না; যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বড়িয়ে দেন; কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা উঁচুতে তুলে দেন (Muslim 2008, 2588)।

ভদ্রতা, নম্রতা ও শালীনতা মানবজীবনের এক মহৎ গুণ। বিনয়-নম্রতা মানব চরিত্রের ভূষণ। এসব গুণের কারণে মানুষ সমাজে নন্দিত ও প্রশংসিত হয়। আর এসব গুণের অভাবে মানুষ নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নিন্দিত হয়। আল্লাহ তাআলা নিজে নম্র, তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত সকল ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করা। পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি দিয়ে ভরে রাখতে চাইলে এই মহৎ নৈতিক গুণের বিকল্প নাই। এখানে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন পরিবারের প্রধান, যিনি অন্যকে প্রভাবিত করে থাকেন।

শালীন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান

ইসলামে পোশাককে মানব সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য ও মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (Jahangir 2017, 15)। পোশাক ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য, সভ্যতা ও লজ্জাশীলতার পরিচায়ক। লাজুকতায় বশীভূত হয়ে লজ্জাস্থান ঢাকার প্রবণতা প্রাকৃতিক। মানুষ বিবস্ত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু নগ্নতার

চাদর ছুঁড়ে ফেলে খুব শিগগিরই সে নিজেকে পোশাকের আবরণে ঢেকে ফেলে। এ চেতনাবোধ স্বভাবজাত। ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। স্বভাবধর্ম ইসলামে পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে নৈতিকতা বহুলাংশে জড়িত। তাই ইসলাম পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে শালীনতা ও নৈতিকতা রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল্লাহ তাআলা পোশাকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾

হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ, এটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে (Al-Qurān,7: 26)।

অনেকে ভালো পোশাক পরিধানকে খোদাভীরুতার পরিপন্থী মনে করে। এ কারণে তারা অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করে থাকে। কিন্তু এটা ঠিক নয়, বরং আল্লাহ তাআলা মার্জিত, সুন্দর পোশাক পরিধানে উৎসাহিত করেছেন। এক সাহাবি রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞেস করেন, আমার শখ হলো, আমার কাপড় উন্নতমানের হোক, আমার জুতা জোড়া অভিজাত হোক এটা কি অহংকারপ্রসূত? রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন (সৌন্দর্যের প্রকাশ অহংকার নয়)। অহঙ্কার হলো সত্যের সামনে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন আর মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা (Muslim 2008, 147)।

ইসলাাম পোশাক পরিধান করার ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে তবে তা 'সতর'[২] ঢাকা শর্তে। এ ক্ষেত্রে আঁটোসাঁটো পোশাক পরিহার করতে হবে (Jahangir 2017, 16)। দেখতে সুন্দর- এমন পোশাক পরিধানকে খোদাভীরুতার পরিপন্থী মনে করা অনুচিত। তাদের প্রতিবাদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করো, আহার করো ও পান করো কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (Al-Qurān,7: 31)।

উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় সুন্দর পোশাক পরিধান করা দোষের কিছু নয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ.

২. নারী বা পুরুষের যে অঙ্গ-প্রতাঙ্গ যতটুকু ঢেকে রাখা ফরয।

তোমরা খাও, পান করো, সাদাকা করো এবং পরিধান করো, যতক্ষণ না তা অপচয় ও অহংকারের কারণ হয় (Ibn Mājah 2002, 3605)।

ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই শালীন পোশাক পরতে নির্দেশ দেয়। প্রকৃতিগতভাবেই নারী পুরুষের চেয়ে কিছুটা দুর্বল। অপরদিকে আগ্রাসী মনোভাব পুরুষের মধ্যে বেশি। এজন্য নারী ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ইসলামে নারীর পোশাকের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য ফরয বা আবশ্যক হলো, তারা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর ঢেকে রাখবেন, বাকি অংশ ঢেকে রাখা সামাজিকতা ও শালীনতার অংশ, ফরয নয়। অপরদিকে মহিলাদের জন্যআল্লাহ তাআলা পুরো শরীর আবৃত করা ফরয করেছেন (Jahangir 2017, 247)। শালীন পোশাক ব্যবহার না করার কারণে আমাদের পরিবার ও সমাজে অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে থাকে, যা দুঃখজনক। তবে ইসলাম যে পোশাক পরিধান নারী-পুরুষের জন্য নির্ধারন করে দিয়েছে তার মধ্যে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন পুরস্কার রয়েছে। এই শালীন পোশাক পরিধান করাও একটি নৈতিক গুণ, যা আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে।

বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা সহকারে কাজ করা

বিবেক বা বুদ্ধি মহান আল্লাহর বড় নিয়ামত। এই নিয়ামতের ব্যাপারে সকলকে সতর্ক থাকতে ইসলাম দিকনির্দেশনা দিয়েছে। বিবেক বা বুদ্ধি বলতে বুঝায় এক প্রকার মানসিক শক্তি, যা মানুষকে ন্যায় ও অন্যায় এবং উচিত ও অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করে। বিবেক বা বুদ্ধি মানুষের নৈতিক শক্তি, যা কাজের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করে (Alam 2017, 87)। জ্ঞান-বুদ্ধি মহান আল্লাহ কর্তৃক মানুষের প্রতি এক শ্রেষ্ঠ উপহার, যার মাধ্যমে মানুষ ভলো-মন্দ নির্ণয় করতে পারে। এই বুদ্ধির কারণে মানুষকে অপর সকল সৃষ্ট জীবের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে মানুষ সত্য-মিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ পার্থক্য করতে পারে। অপরপক্ষে, বিবেক-বুদ্ধি অপপ্রয়োগ মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয় (Al-Qurān,95: 5)। এ কারণেই সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (Al-Qurān, 21: 10)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾

বলো, অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অতএব তোমরা কি চিন্তা করবে না? (Al-Qurān, 6: 50)।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো দ্বারা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধি না খাটিয়ে কাজ করলে মানুষ সঠিক জিনিস থেকে দূরে চলে যায়। বিচক্ষণতার অভাবে অনেক সময় ভুল পথে মানুষ পা বাড়ায়, যার কারণে

নৈতিক বিপর্যয় ঘটে। বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ না করে কাজ করার অপকার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾

এবং যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাদের কলুষলিপ্ত করেন। (Al-Qurān, 10: 100)।

বুদ্ধি-বিবেকের অপরিসীম গুরুত্ব। ইসলাম যে কোনো কাজ করার আগে পরামর্শ করে সেটা করতে বলেছে। পরামর্শ ছাড়া কাজ করলে তার মধ্যে কোনো কল্যাণও থাকে না।

বিবেক-বুদ্ধি মানুষের সবচেয়ে পরম বন্ধু। এটা মানুষকে কল্যাণের পথের দিশা দেয় এবং সদগুণাবলি তৈরি করতে সাহায্য করে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যখন বিবেক-বুদ্ধির পরিবর্তে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তখন সে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করলে পারিবারিক জীবনে মানুষ সুখী হয়। বিবেক খাটিয়ে কাজ করলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অটুট থাকে এবং বিকশিত হয় পারিবারিক মূল্যবোধ।

উত্তম চরিত্র অর্জন ও নিন্দনীয় স্বভাব পরিহার

উত্তম চরিত্র সুস্থ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অনন্য সহায়ক। আদর্শ মুসলিম ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রয়োজনীয় গুণাবলি হচ্ছে সততা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ওয়াদা রক্ষা করা, ক্রোধ সংবরণ, ধৈর্য ও ভদ্রতা ইত্যাদি মানুষের উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য (Al- Kaisi 2010, 25)। ইসলামে যেসব মহৎ গুণের কথা উল্লেখ আছে সেগুলো মানব চরিত্রে বিদ্যমান থাকলে তাকে উত্তম চরিত্র বলা হয়। সুন্দর ব্যবহার, সত্য কথা বলা, লজ্জাশীলতা, অন্যের উপকার করা, ভালো কাজ করা, চেহারা হাসি-খুশি রাখা, অন্যকে কোনো কষ্ট না দেয়া এ সবই উত্তম চরিত্রের মধ্যে পড়ে। মহৎ চরিত্রের একটি পরিচয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك.

যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখ, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও, যে তোমার উপর যুলুম করে তাকে তুমি ক্ষমা করো (Al-Baihaqī, 8081)।

রাসূলুল্লাহ স. এর জীবনাদর্শই হলো উত্তম চরিত্রের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত (Al-Qurān,68: 4)।

ব্যক্তি,পরিবার ও সমাজে জীবনে নৈতিক চরিত্র অর্জন ও চারিত্রিক মাধুর্যতার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে নৈতিক আদর্শ রক্ষা এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ড রোধের ক্ষেত্রে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এছাড়া আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠন সম্ভব নয়। কেননা, ব্যক্তির চরিত্র উন্নত না হলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ব্যক্তি নিজে চরিত্রবান না হলে তার দ্বারা সমাজ থেকে অনৈতিক কার্যক্রম রোধ করা

সম্ভব নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ স. ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্ন থেকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا.

তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যাদের চরিত্র উত্তম (Al-Bukhārī 2010, 6035)।

উত্তম চরিত্র নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের প্রধান উপায়। ভালো ও আদর্শ মানুষ তৈরিতে যেমন সৎ চরিত্র একটি অপরিহার্য বিষয়, তেমনি পরকালীন সফলতার জন্য সৎ চরিত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ.

কিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য মিযানের পাল্লায় সদ্ব্যবহারের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছু হবে না এবং আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও কটুভাষীকে অবশ্যই ঘৃণা করেন (Al-Tirmidhī 2014, 2008)।

পারিবারিকভাবে যে ব্যক্তি নৈতিক শিক্ষা বা উত্তম চরিত্র অর্জন করে সে বাকি জীবন আদর্শ ও মহত্ত্বের উপর চলতে পারে। আদর্শ ও মহত্ত্বের উপর চলতে পারলে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় মূল্যবোধ।

হাসি মুখে থাকা ও অট্টহাসি পরিহার করা

মুচকি হাসি ভালোবাসা ও সম্প্রীতির পরিচায়ক। এটা উন্নত মানবিক গুণ। হাসি মাখা মুখে মানুষের সঙ্গে কথা বললে তার সঙ্গে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পরিবার ও সমাজে শান্তি বিরাজ করে। একে অপরের মধ্যে শত্রুতাভাবাপন্ন পরিবেশ দূর হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ স. মুচকি হাসির ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আর অট্টহাসিতে মানুষের চেহারা বিকৃত হয়, ভদ্রতা বিনষ্ট হয়। এ কারণে অট্টহাসি পরিহার করতে বলা হয়েছে। দেখা-সাক্ষাতে মুচকি হাসি দেয়াকে রাসূলুল্লাহ স. সদকা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

تبسمك في وجه أخيك صدقة.

তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি সদকাস্বরূপ (Ibn Hibbān, 474)।

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেন, তোমরা কোনো নেক আমলকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তা প্রফুল্ল চেহারায় তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করাও হয়। রাসূলুল্লাহ স. সর্বদা মুচকি হাসি দিতেন। তাঁর এ মুচকি হাসি ছিল অসাধারণ। তিনি হাসলে মনে হতো, তাঁর হাসির সঙ্গে মানবিকতা জড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ স. এর হাসি প্রসঙ্গে আয়েশা রা. বলেন,

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.

রাসূলুল্লাহ স. কে কখনো আমি অট্টহাসি দিতে দেখিনি, যাতে তাঁর মুখগহ্বর প্রকাশ পায়। সাধারণত তিনি মুচকি হাসি দিতেন (Al-Bukhārī 2010, 6092)।

ইসলাম মানুষের মাঝে ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। আর মুচকি হাসি হলো একটি সুন্দর ভালোবাসা তৈরির মাধ্যম, যা কিনা আমাদের পারিবারিক জীবনকে আরো সুন্দর করে তোলে।

লজ্জাশীলতা

হায়া বা লজ্জা বলা হয় এমন চরিত্রকে, যা নিকৃষ্ট কথা ও কাজ পরিহার করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে (Rahman 2018, 84)। লজ্জাশীলতা নৈতিকতার একটি উজ্জ্বলতম গুণ। নৈতিকতা গঠনে লজ্জার ভূমিকা অপরিসীম। লজ্জা সকল প্রকার পাপ ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে সাহয্য করে। এটি এমন একটি নৈতিক গুণ, যা ঘৃণিত ও বর্জনীয় জিনিস ত্যাগ করতে মানুষকে উৎসাহী করে। লজ্জা ও সম্ভ্রম মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ, যার দ্বারা বহুবিধ নৈতিক গুণাবলির বিস্তৃতি ঘটে। স্বচ্ছতা ও নির্মলতার বিকাশ সাধিত হয় এবং সকল প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত থাকা যায় (Sampadona Porisad 2012, 731)। অপর পক্ষে লজ্জাহীনতা হচ্ছে ব্যক্তির ঈমানের স্বল্পতা। লজ্জা দ্বারা সর্বদা কল্যাণ লাভ করা যায়; এর সবটুকুই কল্যাণকর, এতে কোনো অকল্যাণ নেই। লজ্জা মানুষকে মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরি, মন্দ কথা, অকথ্য গালাগালি, ঝগড়া-বিবাদ, খারাপ কাজ ও পাপাচার থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে আর লজ্জা ইমানের একটি বিশেষ শাখা (Al-Bukhārī 2010, 9)।

পক্ষান্তরে, লজ্জাহীনতা এমন একটি মন্দ গুণ, এটা মানুষের ভদ্রতাকে বিনষ্ট করে এবং মানুষকে নির্বিঘ্নে অশ্লীলতা, ব্যভিচার, অবৈধ প্রেম, পরকীয়া, প্রকাশ্যে পাপাচার, গান-বাজনা ইত্যাদি বিভিন্ন মন্দকাজের দিকে ধাবিত করে। লজ্জাহীন ব্যক্তির দ্বারা যে কোনো অন্যায় বা মন্দ কাজ করা সম্ভব। এজন্য রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ.

পূর্ববর্তী রাসূলদের যে কথা লোকেদের স্মরণে আছে, তাহলো, 'যখন তোমার লজ্জা না থাকে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার (Al-Bukhārī 2010, 3483)।

উমর রা. বলেন,

ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه.

যার লজ্জা কম হয় তার তাকওয়া (খোদাভীতি) কম হয়; আর যার তাকওয়া কম হয়, তার অন্তর মরে যায়' (Al-Tabarānī 1415h, 2259)।

শিশুরা ছোট কাল থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে সেটা সে সহজে ভুলতে পারে না। এজন্য তাদেরকে ছোট কাল থেকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া উচিত। এ

মর্মে রাসূলুল্লাহ স. একটি হাদিস রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.

রাসূলুল্লাহ স. আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তার ভাইকে লজ্জাশীলতার কারণে তিরস্কার করছিলেন। রাসূলুল্লাহ স. তখন বললেন, একে ছেড়ে দাও; কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অংশ (Abū Daūd 2011, 4795)।

তবে সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ তথা লজ্জা করতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। পরিবারে যদি এই গুণ চর্চা করা হয় তাহলে পরিবারের অপর সদস্যদের মধ্যে এর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তাদের দ্বারা কোনো অসামাজিক ও লজ্জাহীন কাজ করা অকল্পনীয়। এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে বাবা-মাকে। কেননা, ছোটকাল হতে শিশুকে তারাই লালন-পালন করে থাকেন। আর এ সময়ে তাদেরকে লজ্জাশীলতা শিক্ষা দিলে তা বাকি জীবনে অনুশীলন করতে সহজ হবে।

সরলতা, অকপটতা ও উদার মানসিকতা

সরল মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হয়। সমাজের সকলের কাছে সম্মানিত হয়। যারা সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে সমাজে বসবাস করে সকলে তাদের ভালোবাসে। সত্য, ন্যায়, মানবিক এবং অহিংসা অন্তরে পোষণ করাই সরলতা। মানুষের নৈতিক গুণের মধ্যে অন্যতম গুণ সরলতা। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা বা কোনো ধরনের অমিল নেই। এর মধ্যে কোনো অযৌক্তিক ও অবাস্তব কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ স. ছিলেন অত্যন্ত উদার মানসিকাতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আয়েশা রা. বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته وقالت : كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.

রাসূলুল্লাহ স. নিজেই জুতা সেলাই করতেন, নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন ও পট্টি লাগাতেন, সাংসারিক দায়িত্ব নিজে পালন করতেন, নিজে বকরী দোহন করতেন, কাপড় ছাফ করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন (Ibn Hibbān, 5675)।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সরলতা ও অকপটতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

যেভাবে তুমি নির্দেশিত হয়েছো সেভাবে তুমি ও তোমার সঙ্গী যারা তাওবা করেছে, সকলে অবিচল থাক। আর সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা করছো নিশ্চয় তিনি সে বিষয়ে উত্তম দ্রষ্টা (Al-Qurān, 11:112)।

উদার মনের অধিকারী হওয়া মানুষের উন্নত স্বভাবগুলোর মধ্যে অন্যতম। এমহৎ গুণ ব্যক্তিকে হিংসা-বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা, কৃপণতা, লোভ-লালসা ও অহংকার প্রভৃতি নিকৃষ্ট গুণ থেকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

ليس الغنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النفس.

বাহ্যিক ধন-দৌলতে যে ধনী মূলত সে ধনী নয়। কেবল মনের ধনীই বড় ধনী (Ibn Hibbān ND, 6217)।

অকপটতা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে। পারিবারিক জীবনকে উপহার দেয় একটি আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন জীবন। নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে কোনো গ্লানি নেই বরং পরিবারের প্রতিটি মানুষের উচিত সব ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার দৃষ্টান্ত রাখা। আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি হয় অন্যকে ছোট না করে নিজেই তার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ স. শত ব্যস্ততার মধ্যেও সাংসারিক বিভিন্ন কাজে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা করতেন। তিনি নিজে ব্যবসা করতেন, সামাজিক কাজেও কায়িক শ্রম দিয়েছেন। নিজে হাতে কাজ করার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে। এটা মানুষকে পরিবার ও সমাজের বুকে আরো বেশি সম্মানিত করে।

রোগীর সেবা করা

রোগ-শোক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার পরীক্ষাস্বরূপ আসে। যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায় তার জন্যও পুণ্য রয়েছে। রোগী দেখা এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের কর্তব্য। ইসলাম এই অধিকার আদায় করার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছে। যাতে এক মুসলিম ভাই অপর মুসলিম ভাইয়ের কাছ থেকে ভ্রাতৃত্বের পরশটা অনুভব করতে পারে (Ayub 2014, 404)। রোগে-শোকে পড়লে মানুষের মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে যায়। এ সময় সে অন্যের সাহায্য কামনা করে। এই সাহায্য আর্থিক নয়; শুধু মানসিকভাবে তাকে সাহস যোগানোই তার প্রত্যাশা। ইসলাম রোগীর সেবা করাকে উন্নত নৈতিক গুণ বলে উল্লেখ করেছে। অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেলে সেই অসুস্থ মানুষটির মনের অবস্থা ভালো হয়। ফলে সেই মানুষটির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এছাড়াও তাকে দেখতে যাওয়া একজন মুসলিমের হক বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.

যে ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে যায় সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জান্নাতের ফল-মূলে (বাগানে) অবস্থান করে (Muslim 2008, 2568)

তিনি আরো বলেন,

اطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ

তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা করো এবং কষ্টে পতিতকে উদ্ধার করো (Al-Bukhārī 2010, 5649)।

উল্লিখিত হাদিস দ্বারা রোগীর সেবা করা একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যক বলে প্রমাণিত। কিয়ামতের দিন রোগীর সেবা করা নিয়ে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। এ মর্মে হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার খোঁজ-খবর রাখোনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমার খোঁজ-খবর রাখবো, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে তার কাছেই আমাকে পেতে (Muslim 2008, 2569)।

উদ্ধৃত হাদিস থেকে বলা যায়, আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে মানব সেবা করা দরকার। সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একজন মুমিনের দায়িত্ব। অসুস্থ মানুষ এ সময়ে সান্ত্বনা পেলে তার মনোবল বৃদ্ধি পায়। রোগ থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে। পরিবার ও সমাজের কোনো মানুষকে অসুস্থতার সময় সেবা করলে তার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তৈরি হয় এক জান্নাতি পরিবেশ। এভাবেই পরিবারে বিকশিত হয় মূল্যবোধ।

পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ব্যক্তিগত নৈতিকতার একটি বিষয়। এর মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকা ঈমানের অঙ্গ। পরিষ্কার ও পবিত্রতার বদৌলতে মানুষ মহান মর্যাদার অধিকারী হয়; মানুষের গোনাহ মাফ হয়। মানুষের অন্তরাত্মা পশুত্বের প্রভাবমুক্ত হয়ে ঈমানি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে (Sampadona Porisad 2012, 196)। এটা মানুষের শরীর ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মানসিক প্রশান্তি ও সজীবতা আনে, পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা করে। এজন্য ইসলাম দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছে। হাদিসে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে (Al-Tirmidhī 2014, 3519)। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾

সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন (Al-Qurān,9: 108)।

ইসলাম শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানা, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, পানি, খাদ্যবস্তু, বিশ্রামস্থল ও বাড়ির চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বদ্ধ পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন (Al-Bukhārī 2010, 239)। হাদিসে জুমা ও ঈদের দিনে সমবেত জনতার মধ্যে অবস্থানের সময় সুগন্ধি ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদকে অপবিত্রতা থেকে রক্ষা এবং প্রস্রাবের

ছিটাফোটা থেকে বাঁচার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। নৈতিক ও শারীরিক অশুচিতা থেকে রক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করো, আর অপবিত্রতা বর্জন করো (Al-Qurān, 74:4-5)।

বর্তমান মানব সমাজ পরিবেশ দূষণে ভীষণভাবে আক্রান্ত। মানুষের অসভ্য আচরণে ধরণী আজ বড়ই অসহায়। পানি দূষণ, ভূমি দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, কার্বন নির্গমন, রাসায়নিক ও কেমিকেল বর্জ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে ও পারমানবিক চুল্লিতে ব্যবহৃত বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করছে। এমতাবস্থায় নিজে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকার সঙ্গে সঙ্গে নিজ বাসস্থান ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে হবে। শহর অঞ্চলে ডেঙ্গু যে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তা বর্তমানে আমাদের দেশের চিত্র দেখলে বোঝা যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে যেভাবে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে তা মানুষকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ-বালাই পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার অভাবে হচ্ছে। এছাড়াও আরো রোগ-বালাই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে একমাত্র পরিবেশ দূষণের ফলে। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিজ পরিবার থেকে শুরু করা একজন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি ও সামাজিক অনাচার থেকে বিরত থাকা

অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান দুটি মাধ্যম হলো সুদ ও ঘুষ। কোনো প্রকার ঝুঁকি ছাড়াই নিশ্চিত লাভের উপর অর্থ বিনিয়োগ করার নাম সুদ। অপরদিকে অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার একটি পন্থা হচ্ছে ঘুষ। শাসক বা তার সহকারী কিংবা অফিসের ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তার পক্ষ হতে ন্যায্য হকদার ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে অযোগ্য ব্যক্তিকে বিশেষ ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে সম্পদ বা উপঢৌকন গ্রহণের নাম ঘুষ (Mamun 2011-12, 107)। অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জনের বহুল প্রচলিত প্রধান মাধ্যম হলো সুদ, ঘুষ, জুয়া ও চুরি ইত্যাদি। এ সবই অনৈতিক কাজ; যা আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনীতির শিরা উপশিরায় ঢুকে পড়েছে। সুদ, ঘুষ মানবতার জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ, অর্থনৈতিক শোষণ, বৈষম্য ও যুলুমের অন্যতম হাতিয়ার। এটি মানসিকতাকে সংকীর্ণ করে দেয়, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণ করা ইসলামে হারাম এবং সর্বসমাজে তা নিন্দনীয় অপরাধ। সুদ ও ঘুষের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ আত্মসাৎ করো না, এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করবার উদ্দেশ্যে তা শাসকগণের নিকট নিয়ে যেও না (Al-Qurān, 2: 188)।

সুদ ও ঘুষ মানবতার চিরশত্রু, যা আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পাশাপাশি মানুষের নৈতিক চরিত্রকে নষ্ট করছে, ধ্বংস হচ্ছে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ।

জুয়া খেলা অনৈতিক কাজ। জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে। চুরি করে যে অর্থ কুক্ষিগত করা হয় সে অর্থও হারাম এবং একটি অনৈতিক কাজ। এর ফলে পরিবার ও সমাজে অশান্তি বিরাজ করে। ইসলাম এই সব পথে সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে শাস্তির কথা বলেছে (Al-Qurān, 5: 38)। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, সুদ, ঘুষ মূলত স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা প্রভৃতি অনৈতিক চরিত্রের ফল (Rahman 2018, 247)। ঘুষ, জুয়া ইত্যাদি আমাদের সামাজিক বন্ধন নষ্ট করে দেয়, একে অপরের মধ্যে সম্প্রীতি-ভালোবাসা ভেঙ্গে দেয়। পারিবারিক জীবনে এসবের কারণে অশান্তি বয়ে আনে। জুয়া খেলা দ্বারা সম্পদ অর্জন করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে ইমানদারগণ! মদ, জুয়া, দেবতার নামে বেদীতে বলি দেয়া ও লটারি দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ শয়তানের কাজ। এসব থেকে দূরে থাকো তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। মদ ও জুয়ার মধ্য দিয়ে শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুতা বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে ও সালাত থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে চায়; তোমরা কি বিরত থাকবে না? (Al-Qurān, 5: 90)।

উদ্ধৃত আয়াত প্রমাণ করে সুদ, ঘুষ জুয়া এবং অনৈতিক পথে উপার্জিত সম্পদ হারাম। এই ধরনের সামাজিক অনাচার থেকে বেঁচে থাকা একজন ঈমানদারের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এসব অনৈতিক কাজ হতে রক্ষা পেতে হলে পারিবারিকভাবে ইসলামী অনুশাসন তথা ইসলামী নৈতিক শিক্ষা মেনে চলা অপরিহার্য। পিতামাতার মধ্যে এসকল নৈতিক গুণের সমাহার হলে পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে তা বিস্তার করে। পরিবারে প্রবাহিত হয় শান্তির সমীরণ। ইসলামী নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

উপসংহার

ইসলামে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ মানবজীবনের সকল দিক-বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ নৈতিক দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। মানব জাতির জন্য ইসলাম প্রদত্ত সেই নৈতিক শিক্ষামালা কোনো সাময়িক সমাধান নয় বরং ইসলামে বর্ণিত নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের সেই শিক্ষা সর্বজনীন ও চিরকল্যাণকর। আজ মানুষ একে অপরের অধিকারের কথা ভুলতে বসেছে; পারিবারিক দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি, সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার ইত্যাদি কমে যাচ্ছে। অভিভাবকগণ তাদের করণীয় নৈতিক কাজগুলো তাদের বাস্তব জীবনে অনুশীলন করলে পারিবারিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবে। পাশাপাশি পারিবারিকভাবে ইসলামী নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে বিরাজমান সকল প্রকার অনৈতিক কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে

সক্ষম হবে। মনে রাখতে হবে যে, নৈতিক ও পারিবারিক অবক্ষয় যেমন হঠৎ করে সৃষ্টি হয়নি, ঠিক তেমনি দুই এক মাসে তা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ থেকে নৈতিক প্রগতি ও স্বচ্ছতায় উত্তরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, শক্তিশালী ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতিহাসে অন্ধকারের পরে আলো, অবক্ষয়ের পর উত্তরণ, অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের পরে রেনেসাঁ বা জাগরণ ঘটেছে বারংবার। এ হিসেবে অবক্ষয়ক্লিষ্ট পরিবার ও সমাজ নৈতিক প্রগতি ও উত্তরণের পথে ধাবিত হবে- এটা আশা করা যায়। নৈতিক অবক্ষয়রোধ ও পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে পরিবার থেকেই ইসলামী নৈতিক শিক্ষা অনুশীলনের বিকল্প নেই। পরিবারের সদস্যরা নৈতিক শিক্ষা তাদের বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে ইহকালীন সুখ-শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। ফিরে আসবে পারিবারিক সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ।

Bibliography

Al-Qurān Al-Karīm

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ash'as. 2011. *Sunsn*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Aḥmad, Imam Aḥmad Ibn Hanbal.. ND. *Musnad*. Cairo: Muassat kurtuba.

Al- Kaisi, Marwan Ibrahim. 2010. *Islame Naitikota O Acharon: Islami Adaber Diknirdasana*. Translated by Sheikh Enamul Haque. Dhaka: BIIT.

Al- Mamun, Abdullah. 2011-12. "Durnitimukta Samaj Gathane Mahanabir Vumika" *Islamic Studies Research Journal*, R U. 06/ 108.

Alam, Rashidul. 2017. 2017. *Niti Biddaya Parichay*. Dhaka: Merit Fair Prokashon.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsa al-Khosrojerdi. 1410h. *Shu'ab al-Īmān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammd ibn Ismā'īl. 2011. *Al-Jamī' Al-Sahīh*. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Ḥākim, Abū ʿAlī Manṣūr. ND. *Al-Mustadrak*. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Karjāvī, Allāma Usuf. 2013. *Islame Halal Haramer Bidhan*. Translated by Muhammad Abdur Rahim. Dhaka: Khairun Prokashoni.

Al-Tabarānī, Abū Al-Qāsim Sulaymān ibn Ayyūb ibn Muṭayyir. 1415h. *Al-Mu'jam Al-Kabīr*. Cairo: Dār al-Haramain.

Al-Tirmidhī, Abū 'Isā Muḥammad Ibn 'Isā. 2014. *Sunan*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Ara, Shawkat. 2006. *Ucchatar Samaj Monabiggan*. Dhaka: Ganbitarany.

Ayub, Hasan. 2014. *Islamer Samajik Acharon*. Translated by A. An. Am. Shirajul Islam. Dhaka: Ahsan Publication.

Das, Sampa. 2005. *Samaj Karma, Etihas O Darshan*. Dhaka: Book Choice.

Ehsan, Muhammad Aminul. 1961. *Kawa'edul Fique*. Dhaka: Imdadiya Librery.

Eyazid, Muhammad Ibn. 2006. *Sunan Ibn Majah*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kahīr. 2015. *Tafseer Ibn Kathir*. Translated by Muhammad Mujibur Hahman. Dhaka: Tafseer Publication Committe.

I-onlinemedia, 2019. "Islamic Online Media". Last Modified Desember 11, https://i-onlinemedia.net/3346

Jahangir, Khandakar Abdullah. 2017. *Quran Sunnahar Alake Poshak, parrda O Deha- sajja*. Jhinaidah: As- Sunnah Publication.

Khalek, Abdul. 2003. *Proyogig Nitibidda. Dhaka*: prathama prokashony.

Mackenzie, John S. A. 1993.*Manual of Ethics*. Delhi: Oxford University Press.

Mahapatra, Anadi Kumar. 1994. *Bishoysamajtatwa*. Kolkata: Indian book corner.

Mostafa, Khalil Ali. *Mawsuatun Naim Fi Makarimy Akhlakir Rasulil Karim*. 2nd ed. Jeddah: Darul Osila Wat Tawji.

Muslim, Abū al-Husaīn Muslim ibn Hajjāj. 2008. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.

Newnan, David M. *Sociology*, *exploring the Architecture of Everyday Life*. California : SAGE Publication Inc.

Popenoe, David. 1986. *Sociology*. 6th ed. Newjersey: Prentice Hall.

Rahman, Muhammad Mahbubur. 2018. *Akhlah O Naitikata Islami dristi Vangi*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Rogers. R.A.P.1948. *A Short History of Ethics*. London: Macmillan and Co. Limited. St. Marthin`s Street.

Sampadana Porisad. 2012. *Dainandin Jinone Islam*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Shepard, Jon.M. 198. *Sociology*. NewYork: West Publishing Company.

Stark, Rodney. *Sociology*. California: Wadsworth Publishing Company.

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার নিম্ন ঠিকানায় .....কপি জার্নাল পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম :.....

ঠিকানা :.....

.....

পেশা.....

ফোন/মোবাইল :.....

সহজলভ্য মাধ্যম : ডাক/কুরিয়ার.....

ফরমের সঙ্গে.....টাকা নগদ / নিম্নলিখিত বিকাশ / ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।
কথায় টাকা.....

স্বাক্ষর
গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

নির্বাহী সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com www.ilrcbd.org

বিকাশ : ০১৭৬১-৮৫৫৭৫৩ (পারসোনাল)

ডাক / কুরিয়ার মাধ্যমে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।
এজেন্ট হওয়ার জন্য অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।
গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ৩০% কমিশন